UDAYAN

8TH ISSUE OF THE ANNUAL MAGAZINE OF BTTTC

Bharatiya Vidya Bhavan

BHAVAN'S TRIPURA TEACHER TRAINING COLLEGE

(Recognised by NCTE, Affiliated to Tripura University & SCERT Tripura)

Anandanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799004

E-mail: btttc13@gmail.com, Phone : (0381) 2861336, Website : www.btttc.net

Prof. Satyadeo Poddar
Vice-Chancellor

Maharaja Bir Bikram University
Agartala, Tripura

MESSAGE

I am extremely happy to know that Bhavan's Tripura Teacher Training College, Anandanagar, Agartala, an educational wing of Bharatiya Vidya Bhavan is going to publish the 8th issue of its annual magazine "UDAYAN".

I am confident that this magazine will provide young talents with space where ideas will be exchanged, imgaination will be praised and innovations will be encouraged. I am sure that this magazine will be informative, resourceful and create an environment of academic pursuit in the campus.

It also gives me immense pleasure to know that the College is taking up various initiatives like comducting tow-year B.Ed & D.El. Ed programmes, performing community services through state enlisted NSS unit volunteers and registration of Alumni association.

I extend my best wishes to the Honourable Principal, respected faculty members and beloved students of the college for successful publication of "UDAYAN"

(Prof. Satyadeo Poddar)
Vice-Chancellor
Maharaja Bir Bikram University
Agartala, Tripura.

Bharatiya Vidya Bhavan

D. Chakraborty
Chairman

Bharatiya Vidya Bhavan,
Agartala Kendra
Bimangarh, Narsingarh, Agartala
West Tripura, PIN : 799015

MESSAGE

"Education is not learning of facts but the training of the mind to think"... is a famous quote by Albert Einstein.

Bhavan's Tripura Teacher Training College, Anandanagar has taken lead to prepare quality teachers with an aim to train them in holistic manner through B.Ed & D.El. Ed courses which are mandatory requistes for aspirants in teaching profession.

The college Magazines provide a wealth of information, inspiration and creative ideas for the students and surely acts as an instrument for overall development of the learners.

I wish the very best for 8th issue of Magazine UDAYAN.

(D. Chakraborty)
Chairman
Bhavan's Agartala Kendra

UDAYAN

Bharatiya Vidya Bhavan

Dr. G. V. Subramanian
Director

Bharatiya Vidya Bhavan,
Agartala Kendra
Bimangarh, Narsingarh, Agartala
West Tripura, PIN : 799015

MESSAGE

I am very happy to know that our Bhavan's Tripura Teacher Training College at Anandanagar, Agartala is coming out with its Annual College Magazine "UDAYAN". I wish the entire team who has contributed and created this wonderful publication.

Our achievements of the past and the obstacles faced has given us lessons to learn and a new experience.

We all have to gear up with the implementation of New Education Policy from the coming academic year, a new beginning, a new era of teaching and Learning. Theory combined with practical orientation, skill identification and development. Giving freedom and power to teach and learn in a very conducive atmosphere and many more as it unfolds and evolves.

Wishing you all the best for a great career ahead.

Dr. G. V. Subramanian
Director
Bharatiya Vidya Bhavan, Agartala Kendra

Bharatiya Vidya Bhavan

Dr. Lipika Dey
Principal

Bhavan's Tripura Teacher Training College
Anandanagar, Agartala

MESSAGE

UDAYAN is a platform for every student in the institution to portary his/her creative ideas and is being able to influence and affect so many people.I feel extremely happy to note that we are bringing out the 8th issue of our annual magazine. As you scan the pages, it will enlighten you with the imporant activities that we performed and the milestones that we achieved this year. Academic activities of our institution is continuously geared up to cope up with emerging trends of technological advancement. The aim is to make learning into exciting, enriching and fulfilling experience.

I congratulate all the members associated with the magazine and wish for its progress.

With warm wishes,

(Dr. Lipika Dey)
Principal
Bhavan's Tripura Teacher
Training College
Anandanagar, Agartala

UDAYAN

UDAYAN
2022-23

Editorial Team

Advisor	**Dr. Lipika Dey**, Principal
Editor in Chief	**Sri Uttam Mondal**, Assistant Professor
Editor	**Nilanjana Shil**, D.El.Ed
Member	**Tanushree Chakraborty**, B.Ed
Member	**Purba Ray**, B.Ed
Member	**Rimi Sen**, B.Ed
Member	**Anindita Pual**, B.Ed
Member	**Babita Saha**, B.Ed
Member	**Sujay Banik**, B.Ed
Member	**Apangshu Das**, B.Ed
Member	**Dwipshikha Saha**, B.Ed
Member	**Rahul Bhattacharjee**, D.El.Ed
Member	**Dipa Nath**, D.El.Ed
Member	**Ajidul Hossen**, D.El.Ed
Member	**Patul Rani Das**, D.El.Ed

UDAYAN
2022-23

সম্পাদকীয় কলম

"জল ঝরে জল ঝরে সারা দিন সারা রাত
অফুরান নামতায় বাদলের ধারাপাত
আকাশের মুখ ঢাকা, ধোঁয়া মাখা চারিধার
পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার।"

আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। এ দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এ ছয়টি ঋতুর আবির্ভাবে প্রকৃতি বিচিত্র রূপ ধারণ করে। নানা রঙে প্রকৃতি আল্পনা আঁকে মাটির বুকে, আকাশের গায়ে আর মানুষের মনে। তাই ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও রঙ বদলায়। পালাবদলের খেলায় বিচিত্র রূপের পসরা নিয়ে আজ আমাদের 'ভবনস্ ত্রিপুরা টিচার টেনিং কলেজ' হাজির হয়েছে তার 'অষ্টমতম' বার্ষিক পত্রিকা 'উদয়ন' নিয়ে। আমাদের কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ হল 'উদয়ন'। প্রতি বছরের মতো এইবারও উদয়ন এর সৃষ্টির আঙিনায় রয়েছে হরেক রকমের ছোট গল্প, কবিতা, ইতিহাসের পাতা থেকে উন্মোচিত তথ্য, বৈজ্ঞানিক আলোচনা, শিক্ষার্থীদের হাতে আঁকা ছবি এবং 'ভবনস্' এর নানা কৃতীকর্মের সমাহার। সুপরিকল্পিত ভাবে সংকলিত মহাবিদ্যালয়ের পরম্পরায় বার্ষিক পত্রিকায় প্রতিটি পাতায়, প্রতিটি লেখায়, প্রতিটি ছবিতে সাহিত্য সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি দেশাত্মবোধক, মানবতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক হিতকর্মের প্রতি 'ভবনস- এর শ্রদ্ধা, সম্মান, যত্ন এবং ভালোবাসার ছোঁয়া উপলব্ধি করা যায়।

পত্রিকার সফলতাকাঙ্খী মনোদয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের অনুপ্রানিত ও উৎসাহিত করার জন্য, সাহস যোগানোর জন্য। অবশেষে সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ, প্রচ্ছদ ও আলংকারিক শ্রষ্টাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন, যাদের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে আমাদের 'উদয়ন' এর অষ্টম সংকলন সার্থক রূপ পেয়েছে। পত্রিকা কমিটির সদস্যা এবং সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আপ্লুত।

নীলাঞ্জনা শীল
ডি.এল.এড, ২য় বর্ষ

DR. LIPIKA DEY
PRINCIPAL

TEACHING STAFF

ALAK DEY

DR. MAHUA ROY

TANUSREE CHAKRABORTY

MANALI NANDI

PRIYA MONDAL

HANSESWAR KOLEY

BINOY SARKAR

SAMPAD SARKAR

DR. KISHAN SHOME

DR. PALASH DEBNATH

UTTAM MONDAL

DR. RAJARSHI BANIK

DR. ASHIS SHIL

DR. SUBRATA SAHA

SENJUTI DEB

JAYATI PUAL

ABIR DAS

NON-TEACHING STAFF

MUKESH MAJUMDER

SURAJ MODOK

CHIRANJIT SHIL

SEKHAR DASGUPTA

BISWAJIT DAS

SUPRABHA SHIL

BISWAJIT GHOSH

BIPLAB DAS

COLLEGE TOPPER

JIPSHI NATH
CGPA 9.7 (2015-17), B.Ed

POULUMI CHOUDHURI
CGPA 9.2 (2016-18), B.Ed

SUTAPA KAR
CGPA 9.29 (2017-19), B.Ed

SANGITA DEBNATH
CGPA 9.64 (2018-20), B.Ed

SUSMITA DEB
CGPA 9.44 (2019-21), B.Ed

PUNAM DEB
Total -1620 (2019-21), D.El.Ed

ANNA DAS
Total 1678_2020-2022

DIPANWITA ROY
CGPA 9.64_2020-2022

B.ED 1ST YEAR SEC A

B.ED 1ST YEAR SEC B

B.ED 2ND YEAR SEC A

B.ED 2ND YEAR SEC B

D.EL.ED 1ST YEAR

D.EL.ED 2ND YEAR

ANNUAL SPORTS WEEK

ANNUAL SPORTS WEEK

ART & CRAFT WORKSOP

ART & CRAFT WORKSOP

FOOD AND CLOTH DISTRIBUTION AT ADOPTED VILLAGE

UDAYAN

FOOD AND CLOTH DISTRIBUTION AT ADOPTED VILLAGE

FIRST DEATH ANNIVERSARY OF
LATE KASHINATH DAS SIR

INDUCTION PROGRAM

INTERNATIONAL
MOTHER LANGUAGE DAY

LIBRARY DAY

CANCER AWARENESS DAY & NATIONAL EDUCATION DAY

NATIONAL YOUTH DAY

INDEPENDENCE DAY

INDEPENDENCE DAY

REPUBLIC DAY

NATIONAL SPORTS DAY

NATIONAL UNITY DAY

NATIONAL UNITY DAY

NATIONAL WORKSHOP

NATIONAL WORKSHOP

NSS DAY

ALUMNI PROGRAM

PURBOTTAR GYANOTSAV

PURBOTTAR GYANOTSAV

RABINDRA JAYANTI

SPECIAL EVENT
EK BHARAT SRESTHHA BHARAT

TEACHERS' DAY

TEACHERS' DAY

WOMEN'S DAY CELEBRATION IN ADOPTED VILLAGE

WORLD ENVIRONMENT DAY

YOGA DAY

WINNERS OF SPORTS EVENTS

NSS SPECIAL CAMP

NSS SPECIAL CAMP

AGAMONI

WINNERS IN MISCELLANEOUS EVENTS

দেওয়ালী উৎসব

শান্ত দাস, ডি.এল.এড,১ম বর্ষ

বাঙালির আবেগ ভালোবাসা জাড়িয়ে আছে বাঙালির পার্বণগুলিকে ঘিরে। দুর্গাপূজার মতো কালীপূজা বাঙালির জীবনে আনন্দের উৎসব। মায়ের আরো এক রূপ হল এই কালীরূপ। সমগ্র বাংলা এই আনন্দ ধারায় মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।জাঁকজমকের সাথে পালিত হয় কালীপূজা।

প্রতি বছর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে মায়ের আরাধনা হয়ে থাকে। প্রতিদিন মা মন্দিরে বাড়িতে গৃহে গৃহে নিত্য পূজা পেলেও এই দিনটিতে মা বিশেষ ভাবে পূজিত হন। মা কালী হলেন শক্তির দেবী। চরম অন্ধকার আর কালিকাময় রূপ দেখেই তার নাম কালী। জগতের সকল অন্ধকার দুরীভুত করেন তিনি। সকল কালিমা লুপ্ত করে তিনি কালী। রুদ্রচন্ডী রূপ ধরে তিনি শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। তার চারটি হাত প্রতি হাতের তালুতে রক্তমাখা, অসুর বিনাশ করে তিনি স্বয়ং রক্তপানে মত্ত হয়েছেন অসুর বীজ দমনে। তাঁর এক হাতে কাটামুন্ড অপর হাতে খড়গ।

বাঙালিরা কালীপূজা হিসাবে দিনটিকে পালন করেলেও অবাঙালিরা এই দিনটিকে দেওয়ালি হিসাবে পালন করেন।এই দিনটির একটি বিশেষ পৌরানিক আখ্যান রয়েছে। এই দিন শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার রাবনকে পরাজিত করে সীতাদেবীকে দীর্ঘদিন পর অযোধ্যায় ফিরিয়ে এনেছিলেন। কথিত আছে সেদিন অযোধ্যা আলোকময় হয়ে উঠেছিল। ঘরে ঘরে প্রদীপ আর অলোক সজ্জায় চারিদিক ঝলমল করে উঠে। সেই থেকে এই দিনটিতে চারিদিক আলো দিয়ে সাজানো হয়। আতসবাজি পোড়ানো হয়।

কালীর রূপ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে শ্যামাকালী, কৃষ্ণকালী, ভবতারিনী ভিন্নরূপে পূজিত হলেও মা এক। নির্দিষ্ট নিয়ম রীতি আচার মেনে মায়ের পুজো করা হয়। বাড়ীতে, মন্দিরে, ক্লাবে মাকে পূজা করা হয়। পাড়ার সকল মানুষ একত্রিত হয়ে মায়ের আরাধনায় মত্ত থাকে। মার কালো রূপ তখন দেখার মতো। কোথাও কোথাও পশুবলি দেওয়ার প্রচলন আছে। কালীপূজা হয় গভীর রাতে মায়ের পূজার সময় ধুপ ধুনার গন্ধ ঢাকের আওয়াজ আর পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ চারিদিকের পরিবেশ দেবালয় স্বরূপ হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, দীপান্বিতা কালীপূজার দিনটিতে ভারতের অন্যান্য জায়গায় দীপাবলি উৎসব পালিত হয়।এটি দীপাবলি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা এবং যক্ষরাত্রি নামেও অভিহিত হয়।

দুর্গা পূজা

রিয়া সাহা, ডি.এল.এড, ১ম বর্ষ

দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল দেবীদুর্গাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত একটি উৎসব। দুর্গাপূজা সমগ্র ভারতে প্রচলিত,তবে বাঙালি সনাতনী সমাজে এটি অন্যতম বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দুর্গা মহাপূজা করা হয়। অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্র মতে সকল স্থানই দুর্গার স্থান। সকল সময় দুর্গাপূজার সময়। যাইহোক, বছরে মূলত চারটি নবরাত্রি আসে। তার মধ্যে দুটি গুপ্ত নবরাত্রি। চারটি নবরাত্রিতেই শ্রী দুর্গা মায়ের মহাপূজা হয়। আশ্বিনের নবরাত্রি পূজা শারদীয় পূজা এবং বসন্তের নবরাত্রির পূজা বাসন্তী দূর্গাপূজা নামে পরিচিত।

দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে হিন্দু বাঙালির প্রধান উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খন্ড রাজ্যে ও বাংলাদেশের দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি ভারতের আসাম বিহার, ঝাড়খন্ড মনিপুর এবং ওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহা সমারোহে পালিত হয়ে থাকে। ২০০৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে"ভয়েসেস অফ বেঙ্গল" মরসুম নামে এটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি হিন্দু অভিবাসীরা ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। সাধারনত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন এই দুর্গাপূজা জাঁকজমক ভাবে পালিত হয়।

মেঘলা দিনে

পূর্বা রায়, বি.এড, ৩য় সেমিষ্টার

এমনই এক মেঘলা দিনে,
ছন্দ বাঁধবো তোমার নিয়ে।
আকাশ কুসুম ভাববো বসে,
অনেক নতুন শব্দ খুঁজে।
তোমার আমার লুকনো গল্প,
বেরিয়ে আসুক অল্প অল্প।
যা কিছু এখনো যায়নি বলা,
হোক না আজ কাব্যে গাঁথা।
দাড়ি, কমা সেমিকোলনে,
ভালোবাসা আজ পড়ুক বাঁধা।

বই মানুষের জীবনের প্রকৃত বন্ধু

বিপাশা দেব, বি.এড,১ম সেমিস্টার

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কম বেশি সকলেরই বন্ধু থাকে। বন্ধুত্ব সম্পর্কটা পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও মানসিক বন্ধ নের প্রতীক। কিন্তু বর্তমান যুগে সত্যিকারের অর্থে প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা খুবই বিরল। বন্ধু হয়েও অনেক সময় বন্ধুর সাথে করে চলছে বেইমানি আর বিশ্বাস ঘাতকতা, ফলে বন্ধুত্বের মতো মধুর সম্পর্কে ফাটল দেখা দিচ্ছে।

আমরা দুঃসময়ে আমাদের বন্ধুদের সব সময় পাশে না পেলেও, একমাত্র বই নামক বন্ধুকে সব সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে পাশে পাওয়া যায়। বন্ধুরা অনেক সময় প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে আমাদের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু বই নামক বন্ধু ক্ষতিতো দূরের কথা আমাদের সবসময় নানাভাবে উপকার করে থাকে। বই মানুষকে যেমন অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে এবং জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে, তেমনি মনের সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিতে পারে, ক্লান্তি অবসাদ দূর করে এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে পারে। অনুভূতিকে সতেজ করতে পারে এবং মনের কুসংস্কার দূর করে কল্পনা শক্তিকে বৃদ্ধি করে। বই পড়ে আমরা সত্যিকার অর্থে লাভবান হই। পৃথিবীতে সত্যিকারের অর্থে অর্থ সম্পদ নয়, জ্ঞান সম্পদই বড়, আর এই জ্ঞান আমরা বই পড়ে অর্জন করতে পারি। এক কথায় বলা যায় যে জ্ঞানের রহস্যময় ভান্ডার হলো বই।

তাই আমাদের সকলের অবসর সময়ে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা একান্ত দরকার। মানুষের জীবনে সুন্দর অভ্যাসগুলির মধ্যে পাঠ্যাভাস অন্যতম। একজন বই প্রেমী মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ, কারন সে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বইকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। একটি ভালো বই থেকে অর্জিত জ্ঞান কখনও নিঃশেষ হবেনা, তা চিরকাল আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবে। তাই এখানে বলা যায়- "সব নেশা ক্ষতিকর বই পড়া হিতকর।"

যুগ যুগ ধরে মানুষের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য-সাধনার নীরব সাক্ষী বিশ্বের অজস্র বই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সান্নিধ্য আমরা বইয়ের মাধ্যমে অর্জন করে থাকি। বই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। তাই বিশ্বকবি 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের' ভাষায় বলা যায়- "বই হলো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।"

অর্থাৎ, আমরা এই সাঁকো দিয়েই জ্ঞানের এক সাগর থেকে অন্য সাগরে পাড়ি দিচ্ছি। যার ফলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, মানবসভ্যতা

ও সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য জ্ঞান দান করে বই। তাই বলা যায় বই হলো সভ্যতার রক্ষাকবচ ও চাবিকাঠি,

অতএব, সবশেষে বলা যায়, বই হল একমাত্র বন্ধু যার উপকারের কথা লিখে শেষ করা যাবে না, যে অন্তিম দিন পর্যন্ত মানুষকে শুধু উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের যদি জীবনে সত্যিকারের অর্থে প্রকৃত, নিঃস্বার্থ উপকারী এবং চলার পথে নিত্যসঙ্গী বন্ধু দরকার, তাহলে আমাদের প্রত্যেককে বই নামক বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে। যা শুধুমাত্র পাঠ্যাভাসের এর মাধ্যমে সম্ভব, মানুষকে বইমুখী তথা পাঠক তৈরি করার জন্য বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে লাইব্রেরি স্থাপন করা দরকার। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের বই দিয়ে সম্বোধন করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দেওয়া, যাতে করে বই পড়ার বিষয়ে আগ্রহী ও নিয়মিত বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। আজকালকার দিনে বই বিহীন কক্ষকে আত্মাবিহীন দেহের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, বই হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী, প্রকৃত অর্থে বন্ধু। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক 'প্রতিভা বসু' এর মতে বলা যায়- "বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয়, যার সঙ্গে কোনদিন ঝগড়া হয়না, কোনদিন মনোমালিন্য হয় না।।"

মার্কস

রাহুল নাগ, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

আমাদের পড়ালেখা চলে ধুঁকে ধুঁকে
পরীক্ষা কাছে আসে বইয়ে পড়ি ঝুঁকে।
জ্ঞান-ট্যান গোল্লায়, পাস হলে হবে,
মার্কস পেলে কিঞ্চিৎ, ঠেকায় কে তবে?
বিগত তিন সালে, যা এল এক্সামে,
দেখে নিলে সাজেশন, মুখস্থ হরদমে।
বই গুলো সেজে থাকে টেবিলেতে সুন্দর,
টিউশন নোট আছে, তরতাজা ফরফর।
গলি গলি মোড়ে মোড়ে বেকাররা মাষ্টার,
আছে রুম ভরা টেবিল, বোর্ড আর ডাস্টার।
সরকারি স্কুল যেন পার্ট টাইম পাঠশালা,
টিউশনে পড়া হবে, অহরহ টাকা ঢালা।
অনুভবটা গেছে মরে, জিন্দা শুধু মার্কস,
তাইতো রান্নাঘরে ছাত্র, খুঁজছে তড়িৎ ফ্লাক্স।
অন্ধ দৌড়ে ব্যস্ত আমরা, বন্ধ বইয়ের পাতা।
বিরক্তিকর অধ্যয়নটা খাচ্ছে মোদের মাথা।

কষ্ট

রিমি সেন, বি.এড, ৩য় সেমিষ্টার

তুই একাকী চলে গেলি
কাউকে কিছু না বলে।
এমনি কী কষ্ট ছিল তোর যে
নিজেকে জোর করে সপে দিলি
মৃত্যুর কারাগারে।
বিমর্ষতা আমাকে ঘিরে থাকে
যখন আমি ভাবি সেই আগে কার কথা।
আগে কার কত লুকোচুরি খেলার কথা,
আর মনে পড়ে যায় অনেক লুকানো গল্পগুলো।
তখনই হঠাৎ করে মনে পড়ে যায় যে
তুই তো এমন ছিলিস না?
তখন হঠাৎ থমকে যাই
আর তখন মনে মনে হতাশ হয়ে
তাকিয়ে থাকি নীল আকাশের দিকে।
আর ভাবতে থাকি মনে মনে
কতই না অজানা কষ্ট ধারণ করে
মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে।
পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই যেন জীবনের লড়াই।
জানি তুই আর কখনো ফিরবি না।
তবুও মনে হয় হঠাৎ করে দেখা হবে তোর সাথে।
আমি জানি তুই আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবি
অন্য রূপে অন্য নামে।
আমি আশায় থাকব যদি দেখা হয়,
আবার তোর সাথে।।

মোবাইলের প্রতি আসক্তি

দ্বীপশিখা সাহা, বি.এড, ১ম সেমিষ্টাৰ

আজকালের আধুনিক সভ্যতার যুগের একটি প্রধান আসক্তি হচ্ছে Smartphone Addiction. এটি ক্রমাগত বেড়েই চলছে। ২০০০ সালের শেষের দিকে স্মার্টফোনের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারনে, স্মার্টফোনের অত্যাধিক ব্যবহার চীনের মতো এশিয়ান দেশগুলিতেও একটি প্রধান হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোবাইলের আসক্তির ফলে মোবাইলে অত্যধিক অর্থ ও সময় ব্যয় হয়। এর ফলে পরিবারের লোকেদের থেকে আমরা ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছি। অত্যাধিক মোবাইলের ব্যবহার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপরে প্রভাব ফেলতে পারে। নবজাত শিশু এবং অল্প বয়স্করা মোবাইলের আসক্তির কারনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়। ডিজিটাল মিডিয়ার অত্যধিক ব্যবহার চোখের সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে এই সমস্যা অল্প বয়স্ক ছেলে-মেয়দের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ফলস্বরূপ ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৪৯.৮ ভাগ মানুষ মায়োপিয়াতে আক্রান্ত হতে পারে। এই আসক্তি মানুষকে মানুষ থেকে দুর করে দিচ্ছে। মানুষ তার পরিবার থেকে মোবাইলকে বেশি সময় দিচ্ছে। ফলে মানুষ ক্রমাগত সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই আসক্তি হ্রাস করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা করতে হবে। অধিক সময় মোবাইল থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে মোবাইল ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিবারের সাথে, বন্ধুবান্ধবের সাথে বেশি সময় কাটাতে হবে, বই পড়তে হবে, কোথাও ঘুরতে যেতে হবে। এই ভাবে বিভিন্ন উপায় অনুসরনে আমরা সকলে এই আসক্তি থেকে দূরে থাকব এবং সমাজের সাথে পরিবারের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে পারব। মন-মানসিকতা ভালো রাখতে পারব এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারব।

দৈত্য সংহার

সাগর ভট্টাচার্য্য, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

চলো করি দৈত্য সংহার
জগৎকে দেই এ উপহার।
মনের যত গ্লানি সব মুছে দেই
এইভাবে নতুন কিছুর সূচনা হবেই।।

অষ্টম অবতার

তনুশ্রী চক্রবর্ত্তী, বি.এড, ৩য় সেমিষ্টার

দেবকির কোলে জন্ম নিলে অষ্টম অবতার,
নাশ করতে পাপ, এলে জগতে, করতে উদ্ধার।
মেঘের ঘনধারা বর্ষে ছিল-অন্ধকার সে রাতে,
কারাগরে জন্মেছিলে তুমি-দিব্যরূপের সাথে।
সেই রাতে একবুক জলে, হলেন বসুদেব যমুনা পার;
যশোদা ক্রোড়ে সুরক্ষিত করলেন-দিয়ে পুত্র তাঁর।
শৈশবে পেলে অনেক সঙ্গী আর ভাই বলরাম;
বাঁশির সুরে উঠল মেতে পুণ্যের গোকুল ধাম।
তারপর তোমার লীলায় হল কালিয়ার মর্দন,
ধারণ করলে কেবল কনিষ্ঠে পর্বত গোবর্ধণ।
একাদশ হতে গোকুল ছেড়ে গেলে মথুরা চলে,
বধ করলে পাপী কংসে কেবল বাহুবলে।
বছর গেল হলে রাজা - করলে দ্বারকা নগরী স্থাপন;
রাজা হলেও নির্ধন সুদামারে করলে ভাতৃসম আপন।
সময়ে সময়ে পথ দেখালে পঞ্চপান্ডব,
ন্যায়ে তোমার বলেছে কথা অন্যায়ের তান্ডবে।
চলেছে তোমার সুদর্শন শিশুপালের শত অন্যায়ের পরে;
করেছ বিচার অবিচারের তুমি জগৎ কল্যাণ তরে।
যাজ্ঞসিনির হলে সখা, সভায় বাঁচালে তাঁর লাজ;
অর্জুনকে দিলে যে গীতার জ্ঞান বিশ্ব মনের রেখেছে আজ।
শুক্রাচার্যের শিষ্যদের উপর ভরলে একটি দানায়,
মুরলীর সুর ধর্মের বাণী তোমার মুখে মানায়।
কুরুক্ষেত্রে ধরণী অস্ত্র হলে পার্থ সারথী,
দর্শন দিলে বিশ্বরূপে - কৃপা ভক্তের প্রতি।
হে দ্বারকাধিশ - হে কেশব, হে দেবকি নন্দন,
জগতে তোমার প্রয়োজন আবার - করি তোমার বন্দন।

ওরা

বিনয় সরকার, সহকারী অধ্যাপক

শুধু পথ বাতিরাই সাক্ষী থাকে,
কেমন গুটি গুটি পায়ে-
মধ্যরাতে শীত আসে ওদের কাছে।
উপহার স্বরূপ বয়ে নিয়ে আসে কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া।
শুধু পথবাতিরই সাক্ষী,
প্লাস্টিক জড়ানো ওদের শীর্ণ শরীরগুলি
কিভাবে কাঁপতে থাকে
যখন বৃষ্টির মত সারারাত টুপটুপ হিম পড়ে।
কুয়াশার লেপ জড়িয়ে থাকা ঘুমন্ত শহরের বুকে,
পথ বাতিদের সাথে জেগে থাকে-
আরো কতগুলি অসহায় অভুক্ত চোখ
রাত বাড়ে শীত বাড়ে,
রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কাগজ জ্বালিয়ে
একটুখানি উত্তাপ খোঁজে ওরা।
সকালের নরম রোদ ও
ওদের ছেঁড়া পোশাকের ভেতর
উষ্ণতা ঢেলে দিতে ব্যর্থ হয়ে মুখ লুকায়,
ওরা থেমে থাকে না তবু,
পথবাতির আলো গুলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে
ওরা শহর চষে বেড়ায় প্রবল শীতেও
কেবল রুজি রুটির টানে
জীবন মানে যাদের কাছে অস্তামত সূর্যের তেজা,
ভিটে মানে ফুটপাত, আর ছাদ মানে আকাশ,
উপভোগ করতে জানে কি ওরা-
ব্লাঙ্কেটের উষ্ণতায় শীতের আমেজ।

মায়াপুর
সেই রাশিয়ান দিদির সান্নিধ্যে কিছুক্ষন

অলক দে, সহযোগী অধ্যাপক

সে বছরটি ছিল লক্‌ডাউনের এর আগের বছর । দুর্গা পুজোর ছুটি। সে দিনটি কি বার ছিল বা কত তারিখ মনে নেই। তবে ইংরাজী মাসটি ছিল অক্টোবর মাস। এদিকে ওদিকে সারি সারি কাশ ফুলের দোলা। হিমেল আকাশ না হলেও জলভরা কালো মেঘ বিদায় নিয়েছে। রৌদ্র কিরণোজ্জ্বল অবস্থা গ্রীষ্মের দাবদাহকে ও হার মানায়। পুজোর ছুটি। তাই পরিবার পরিজন নিয়ে চললাম নবদ্বীপ মায়াপুরের পথে। নেতাজী সুভাষ আর্ন্তজাতিক এয়ারপোর্ট থেকে লাগেজ নিয়ে চললাম। গন্তব্য কল্যানী এক আত্মীয়ের বাড়ী। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর কল্যানী কৃষ্ণনগর ধুবুলিয়া পার হয়ে স্বপ্নের নগরী মায়াপুর। মায়াপুর বিশ্ব পর্যটন বা বিশ্ব ধর্মীয় স্থানের জায়গা করে নিয়েছে ISKON. আগে থেকেই গদা ভবনে রুম বুক করা ছিল। সে বার মায়াপুর গদা ভবনে ছিলাম প্রায় সাত দিনের মত।

এবার চলে আসি মূল বিষয়ে। সে দিনটি ছিল ভীষণ তপ্ত একটি দুপুর তাই আমরা ছাতা নিয়ে চলছি গদা ভবনে দুপুরের প্রসাদ (সাহেবী ভাষায় লাঞ্চ) নেওয়ার জন্য। হঠাৎ একজন মহিলার কণ্ঠস্বর 'দাদা ও দাদা, দিদি ও দিদি' বার দুই তিনেক কণ্ঠস্বর একটু দাঁড়াও না। এই তপ্ত রোদে খালি পায়ে বাংলার মায়েরা যে ভাবে কাপড় পড়ে ঠিক সে ভাবে কাপড় পড়া এক বিদেশী মহিলা। গলায় তুলসীর মালা। কপালে তিলক কাটা আর হাতে নামের মালা আর কিছু বই। আমরা দাঁড়াতেই সুদর্শনা সেই মহিলা আমাদের সামনে 'দাদা একটা বই নাও না দিদি একটা বই নাও না' তপ্ত এই রৌদ্রে মুখশ্রী দেখে মনে হল উনি বোধহয় পৃথিবীর চির সুখী এক মহিলা। 'দিদি শ্রী কৃষ্ণের উপর লেখা বই জীবন পাল্টে দেবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক একজন বিদেশিনী মহিলা যিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদিত বই এই তপ্ত দুপুরে নিশ্চিন্তে হেঁটে হেঁটে বৎসামান্য দক্ষিণায় বিলি করছেন। তার সম্মানার্থে কয়েকটা বই সংগ্রহ করলাম। এদিকে আমাদের তাড়া গদা ভবনের প্রসাদের সময় না চলে যায়। বইগুলি নিয়ে কৌতুহলী মন নিয়ে প্রশ্ন করলাম, দিদি আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন? শান্ত এবং মিষ্টি ভাবে বললেন রাশিয়া। আবার প্রশ্ন প্রাচুর্য্য ছেড়ে এখানে এসেছেন কেন? দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বললেন ও দাদা তা তুমি কি বলছ এ যে শ্রী কৃষ্ণের জন্মভূমি এদেশের মাটি পূণ্য মাটি। এ মাটিকেই কপালে তিলক ধারণ করি। দিদি তোমরা মানে এদেশের মানুষরা ভীষণ পূণ্যবান এবং ভাগ্যবান; কারন শ্রীকৃষ্ণ যে মাটিতে জন্ম

নিয়েছে তোমরাও সেখানেই জন্ম নিয়েছ। তোমরা ভারতীয়রা খুব ভাগ্যবান।' অবাক পানে আমরা যে বিদেশিনী দিদির ভারতের তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা শুনছি। দিদি তুমি কি রান্না কর? কি ভেবে রান্না কর? ঘরে স্বামী পুত্র শ্বাশুড়ী সকলের জন্য রান্না করি। কথা শেষ হওয়ার পর শান্ত ভাবে বলছেন 'দিদি যখন রান্না করবে এ ভেবে রান্না করবে আমি গোপাল'র জন্য, গোবিন্দের জন্য ভোগ রান্না করছি। শ্রী গোবিন্দের জন্য ভোগ রান্না করছি-ভোগ- দিচ্ছি এবং ভোগের প্রাসাদ গ্রহন করছি ইত্যাদি ইত্যাদি'। অবাক পানে আমরা তাকে দেখছি আর তার কথা শুনছি। হঠাৎ দেখলাম ঘড়ির কাঁটা কেমন করে ১টা পার হয়ে গেছে। হাত জোড় করে হরে কৃষ্ণ বলে চলে আসলাম গদা ভবনে প্রসাদ গ্রহন কেন্দ্রে। আজও মাঝে মাঝে কৃষ্ণ ভক্ত রাশিয়ার সে দিদিটার কথা ভেবে মনে হয় ভারত তথা শ্রী কৃষ্ণ সর্ম্পকে তাদের ধারনা কত পবিত্র। আর পবিত্র বলেই আধ্যাত্মিকতার এই পুণ্যতোমায় অবগ্রাহন করার জন্য সেই দিদিটার মত কতনা লাখ লাখ দাদা দিদি এ পবিত্র মাটির টানে প্রাচুর্য্য ছেড়ে চলে এসেছে এদেশ;যার পবিত্র নিদর্শন পন্ডীচেরী ও কন্যাকুমারী।

মন চায় সেইখানে যেতে

রিয়া সাহা, ডি.এল.এড, ১ম বর্ষ

ঐ দুরের নীল আকাশের নীচে,
ধান শিশিরের তীরে
আমার অজানা মন পড়ে আছে সেখানে,
জানিনে কি আছে সেইখানে?
তবুও মন চায় সেখানে যেতে,
মা বলে যাসনে এইখানে
অভাগা মন চাইনে ঘরে বসে থাকতে
জানি তুমি রাগ করো এইখানে গেলে
তবুও বারন না শুনে যাই ছুটে সেখানে,
কি আছে সেখানে?
আমায় বার বার নিয়ে যায় সেইস্থানে,
নীরবে বসে ভাবি কি এমন আছে সেইখানে
আমায় নিয়ে যায় সব বাধা পেরিয়ে,
আবারও একা বসে ভাবি কি আছে সেইখানে?
বার বার অভাগা মন চায় সেইখানে যেতে।।

বন্ধু

সংহতি শীল, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

বন্ধু মানে পাশাপাশি
গল্পে মেতে থাকা;
বন্ধু মানে কাছাকাছি
হাতে হাত রাখা।
বন্ধু মানে আমার অসুখে
তুমিই উপশম;
বন্ধু মানে তোমার অসুখে
আমিও উপশম।
বন্ধু মানে কাছাকাছি
আঁকড়ে বেঁচে থাকা;
বন্ধু মানে পাশাপাশি
সমৃদ্ধ করে রাখা।
বন্ধু মানে এক গভীর প্রত্যয়
গভীর অনুভব;
বন্ধু মানে সুখে থাকা
সকল পাখির কলরব।
বন্ধু মানে কল্পতরু
অল্প থাকে আশা;
বন্ধু মানে রাতের প্রহর
শীতের ভালোবাসা।
বন্ধু মানে চাঁদের হাসি
প্রেমের পরশ মাখা;
বন্ধু মানে জীবন গল্পে
হাতে হাত রাখা।

'টক - মিষ্টি'

তনুশ্রী চক্রবর্ত্তী, বি.এড, ৩য় সেমিষ্টার

ক্লাসে আশেপাশে সবাই হৈ-চৈ করছে। শুধুমাত্র একটাই মানুষ নিজের দুটো গাল ফুলিয়ে, গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ইনি হলেন বারো বছরের দেবাঞ্জন-ওরফে দেবু। ক্লাসে তখনও স্যার আসেননি। দেবুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু নিখিল নিজের ব্যাগটা ব্যাঞ্চে রেখে বলল - "কিরে দেবু, গাল ফুলিয়ে চুপ করে বসে আছিস কেন?" দেবু কিছুই উত্তর করল না।

নিখিল : কি রে, বল কিছু। এই ভাবে চুপচাপ বসে আছি সবে, এক মিনিট। তোর হাতে দুটো রাখি। অসহায়ের মতো এবার দেবু মুখ খুলে বলল - "এই নিয়েই তো অবাক হয়ে আছি নিখিল।"

নিখিল : আচ্ছা, এই জন্য চুপ করেছিলি তুই। কেন? তোর বোন মিষ্টি বুঝি এবার তোকে দুটো রাখি পরিয়েছে? ওহো। এবার বুঝি তোর কাছে মিষ্টি ডবল গিফ্ট চেয়েছে? হাঃ হাঃ হাঃ।

দেবু : হয়েছে তোর ? এবার তোর হাসি থাম্‌লে গিয়ে বলব কি হয়েছে। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে নিখিল বলল - "ঠিক আছে বল কি হয়েছে।" (অনেক কষ্টে নিখিল নিজের হাসি চেপে রাখছে।)

দেবু : ঘটনাটা আজ সকালের। রাখি পূর্ণিমা বলে মা আজ তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে তুলে দিল।

নিখিল : তারপর?

দেবু : তারপর...... (বলতে বলতে দেবু ফ্ল্যাশব্যাকে চলে গেল।) সকাল সকাল দেবুর বাড়িতে ওর ছোট্টভাই বিবু মেঝেতে বসে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে গাল দুটো লাল হয়ে গেল। ওর কান্নার অবস্থা এমনই যে দেখে মনে হবে কিছু ক্ষন পরে ওদের বাড়ি পুকুর হয়ে যাবে। আর এত জোরে ওর কান্নার আওয়াজ পেয়ে ওদের মা কাবেরী চলে এলেন কাবেরী এসেই নিজের আঁচল দিয়ে কিছু চোখের জল মুছে ওকে কোলে তুলে নিলেন।

কাবেরী : কি হল ? আমার লক্ষ্মী সোনা কেন কাঁদছে? কি হয়েছে? ছোট্ট বিবু কাঁদতে কাঁদতে আঙ্গুল তুলে দেখালো তার দাদা দেবুর দিকে, যে কি না বসে অঙ্ক করছিল।

বিবু : বলদা......

দেবু : আগে ঠিক বড়দা বলতে শিখ। 'বলদা' আবার

কিরে?

কাবেরীঃ দেবু! এইভাবে কথা বলে ছোট ভাইয়ের সাথে? এই দিকে আবার বিবুর কান্না শুরু। কাবেরী আবার বিবুকে সামলাতে ব্যস্ত।

কাবেরীঃ ও বাবা কাঁদে না। বল কি হয়েছে? ছোট্ট বিবুর কথা এখনও স্পষ্ট হয় নি। তাই ও 'র ও ড়' কে 'ল' আর 'ট' কে 'ত' উচ্চারন করে। কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল। বিবু - "বলদা আমাকে চক্‌লেত দেয়নি"।

দেবুঃ কিসের চক্‌লেট?

বিবুঃ দিদিকে দিয়েছ, আমাকে দাওনি। (আবার কান্না শুরু)

কাবেরীঃ কি রে দেবু, ওকে চক্‌লেট দিস্‌নি কেন?

দেবুঃ মা আমার কাছে একটাই ছিল তাই শুধু মিষ্টিকে দিলাম।

বিবুঃ আমাকে দেয়নি ... ঘরের দরজায় মিষ্টি বসে পড়াশোনা করছিল, ও এবার হেসে বলল -

মিষ্টিঃ "আরে বোকা আজ রাখি পূর্ণিমা তো" বলে বিবুর গাল টিপে দিল।

বিবুঃ (কান্না থামিয়ে) তো?

মিষ্টিঃ আমি বড়দাকে রাখি পড়িয়েছিলাম যেভাবে তোকে পড়িয়েছি। তাই বড়দা ওই চক্‌লেট টা আমায় দিল ব্যাস্। আশ্চর্য হয়ে বিবু বলল - "আচ্ছা .... এই বলে বিবু মায়ের কোল থেকে নামল। এবার নিজের ছোট্ট দুটি পায়ে থপ্‌থপ্ করে এগিয়ে গেল সোফার কাছে। সোফাতে কোনো কারনে দুটো রাখি রাখা ছিল। বিবু একটা তুলে নিয়ে হাসি মুখে দেবুর দিকে এগিয়ে এল আর ওই নিষ্পাপ হাসি মুখে নিয়ে দেবুর হাতে রাখি টা পরিয়ে দিতে লাগল।

দেবুঃ আরে কি করছিস তুই? কোনো মতে একটি গিট দিয়ে রাখি বেঁধে এবার নিজের ছোট্ট দুটি হাত বাড়িয়ে বিবু বলল - "এবার চকলেত দাও।"

ছোট্ট বিবুর কান্ড দেখে কাবেরী আর মিষ্টির হাসি থামোর নাম নেই। একমাত্র যে পুরোপুরি অবাক! সে হল বেচারা দেবু। কাহিনী শেষ করে দেবু ফিরে এল বর্তমানে। পুরো গল্প শুনে নিখিলও হোঃ, হোঃ করে হাসতে শুরু করল।

নিখিলঃ হোঃ হোঃ হো! এটা দারুন ছিল।

দেবুঃ তুইও হাসছিস? আমার বাড়ি যাওয়ার সময় আবার চকলেট নিত হবে ওর জন্যে।

নিখিলঃ হাসবো নয়তো কি করবো বল? তোর কাহিনীটাকে ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে দিলে বেশ ভিউ আসতো। হোঃহোঃহোঃ।

দেবুঃ লজ্জা করে না তোর নিজের বন্ধুর পরিস্থিতি শুনে হাসতে?

নিখিলঃ করে তো! তারপর 'লজ্জা' নিজেই 'লজ্জা' পেয়ে লাজুক চেহারা নিয়ে লজ্জাবতী হয়ে লজ্জার দেশ লজ্জানগরে পালিয়ে যায়। হাঃ হাঃ হাঃ। এবার দেবুর মুখে বিরক্তি আর এত হাসির পুরস্কার হিসেবে ওর থেকে মার খাওয়ার আশঙ্কায় নিখিল হাসি থামাল। থামিয়ে একটু প্রশ্ন করল - "আরে তুই অবাক হচ্ছিস কেন?

ঠাকুরতো তোর মনের কথাই শুনেছেন।"

দেবুঃ মানে?

নিখিলঃ দেখ, তুই-ই তো বারবার বলতিস্ - ঠাকুর এমন একটা দস্যু ভাই দিয়েছে - এর জায়গায় মিষ্টির মতো শান্তশিষ্ট একটা ছোট্ট বোন দিলে পারতো তো আজ বিবু তোর বোন হয়ে গেল। হা:হা:হা:।

দেবুঃ বড়ই বাজে জোক ছিল। নেক্সট্ টাইম থেকে এমন জোক বললে তোর একদিন কি আমার একদিন হবে।

নিখিলঃ ব্যাস্। আমি চুপ করে গেলাম। (মুখের সামনে আঙুল রাখল)।

দেবুঃ জানিস নিখিল। ওর জ্বালায় আর বাঁচি না। পুরো বাড়িতে ও শুধু আমাকেই পায় জ্বালতে। ওই দিন আমার সাইন্স প্রোজেক্টের কাগজের ওপর মোম পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং করল। আর কিছু পেল না বুঝি ড্রয়িং করার জন্য? খামোখা আবার সব নতুন করে লিখতে হল আমাকে। নিখিল হাসতে গিয়েও নিজেকে সামলে চুপ হয়ে গেল।

দেবুঃ তারপর জানিস ওই দিন, দৌড়াতে দৌড়াতে পরে গেল, আর বকা খাওয়ালো আমাকে। বাবা-মা ওকে তো কিছুই বলে না।

নিখিলঃ বেচারা ছোট্ট বাচ্চা ....

দেবুঃ ছোট্ট বাচ্চা? জানিস ওই দিন আমাকে পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছিল। ও এসে আমারে গলা জড়িয়ে ধরে বলল - (অভিনয়ের সুরে) "বলদা, তুই জানিস", স্পাইডালম্যান কে মাকলশা (মাকড়শা) কামল দেওয়ার পর ও স্পাইডাল ম্যান হয়ে গেল। তোকে পিঁপলে কামল দিয়েচে। এবার তুই 'Ant-man' হয়ে যাবি।

নিখিলঃ হাঃহাঃ। আর যাই বলিস, লজিকটা দারুন ছিল। তবে (একটু থেমে), বিবুকে তোর চেয়ে বেশি কেউ ভালোবাসে না আর এই কথাটা আমি জানি।

দেবুঃ মানে?

নিখিলঃ কাল তোর ব্যাগ - এ ওই খেলনাটা আমি দেখে নিয়েছি। পরশু বিবুর জন্মদিন। তুই ওর জন্য কিনেছিলিস্, তাই না?

দেবুঃ ইস্স্! কাউকে বলিস না। এটা ওর জন্য সারপ্রাইজ্। বেচারা দোকানে খেলনাটা দেখে এটা নেওয়ার জন্য কাঁদছিল।

নিখিলঃ আর এটা ওকে কিনে দেওয়ার জন্য তুই টাকা জমানো শুরু করে দিলি। আর নববর্ষে বড়দের প্রণাম করে যে টাকাগুলো পেয়েছিলি সেটাও এবার খরচ করিসনি।

দেবুঃ তুই কি করে জানলি?

নিখিলঃ তোর বেস্টফ্রেন্ড আমি। আমি তোকে বুঝব না তো কে বুঝবে রে? হালকা হেসে দেবু বলল - "হ্যাঁরে, যতই জ্বালাতন করুক না কেন, বিবু আমার খুব আদরের ছোট্ট ভাই।"

নিখিলঃ ঠিক আছে, তাহলে পরশুদিন গিফ্‌ট টা দিয়ে দিস ওকে - দেখিস কি খুশি হবে। দু'দিন পর বিবুর জন্মদিনের নেমন্তন্ন খেয়ে সবাই বাড়ি চলে গেলে দেবু ওই খেলনাটা বিবুকে দেব। খেলনাটা পেয়ে বিবু তো আনন্দে আত্মহারা। দাদার গলা নিজের দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে বলল - 'থ্যাঙ্ক ইউ বলদা'।

দেবুঃ ইউ আর ওয়েলকাম ছোট্টু। খেলনা পেয়েছিস এবার এটা দিয়ে খেলবি। আমার জিনিসপত্র নিয়ে টানাটানি করবি না। দুষ্টু হাসি হেসে বিবু বলল - "আমি করব,"

দেবুঃ কি বললি? তবে রে - বলেই ছোট ভাইকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল দেবু। ছোট্ট বিবুর মিষ্টি হাসির শব্দে সারা ঘর মেতে উঠল। দরজা থেকে দাঁড়িয়ে ওদের মা কাবেরী সবটা দেখছেন। মন ভরে গেল দুই ভাইকে দেখে। মনে মনে ভাবলেন - "ভাই-ভাই আর ভাই বোনদের সম্পর্ক মনে হয় এমনটাই হয় - যেন একটু টক, একটু মিষ্টি। এখানে আনন্দ আছে তবে অভিমানও আছে, অভিযোগ আছে, কিন্তু ভালোবাসা ও আছে। আমার সন্তানদের মধ্যেকার ভালোবাসা ঠিক এমনটাই করে রেখো ঠাকুর।"

আগমনী

রাহুল ভট্টাচার্য্য, ডি.এল.এড, ১ম সেমিষ্টার

আসছে মা মোদের ঘরে,
ভুবন আলো করে।
দিকে দিকে তার আয়োজন
হাত দিচ্ছে সবে।
ধনী গরীব জাতি ধর্ম
ভুলে হিংসা গ্লানি,
এবার সবে গাইব মোরা
মায়ের আগমনী।
ভরবে বাতাস ধুপে-দীপে,
বাজবে ঢাক তালে-তালে।
আসছে মা মর্ত্যলোকে
অসুর নিধনে।
শিবঠাকুর লুকিয়ে থাকবেন
মায়ের পেছন দিয়ে।
সাথে আসবে লক্ষী-সরস্বতী
ধন আরও বিদ্যা নিয়ে।
কার্তিক আর গনেশ আসবে
মায়ের দুই ছেলে।
মোদের মায়ের ভরা সংসার
থাকে সর্বকালে।
মায়ের মুখে হাসি যেন থাকে
প্রতি ঘরে,
মানবরূপী অসুর সংহারী
দিও ঘরে ঘরে।

আমার প্রিয় শিক্ষক

ববিতা সাহা, বি.এড , ১ম সেমিস্টার

উনি আমার প্রিয় শিক্ষক
ঋণী আমি উনার কাছে।
আমার অজ্ঞানতাকে যিনি জ্ঞানের আলোতে সাজিয়েছেন
তিনিই আমার প্রিয় শিক্ষক।
এখনো মনে পড়ে,
সেই প্রথম দিনের মায়ের আঁচল ধরে কান্না
বিদ্যালয়ে যাব না কিছুতেই,
সেদিন তিনি মায়ের আঁচলে লুকানো আমার হাত ধরে
দেখালেন শিক্ষার জগৎ।
হ্যাঁ তিনিই আমার প্রিয় শিক্ষক।
বিনি জীবনে চলার পথের দিশারী
অক্ষর জ্ঞান থেকে আজ জীবনের যতটুকু অর্জন
সব কৃতিত্ব উনার-ই।
কখনো কঠিন তিনি, কখনো মায়ের মতোই কোমল,
কখনো তিনি রাগী পিতা, কখনো বন্ধুর মতো সরল।
ক্লান্ত হতেন, তবুও বার বার বুঝিয়ে যিনি বলতেন-
"দশবার বুঝেনাও না বুঝলে, তবুও পড়া শিখে আসতে হবে"।
আমার ভালো রেজাল্টে যিনি নিজের জয় খুঁজে পেতেন।
তাঁর পরাজয়টা আমার পরাজয়ে,
হ্যাঁ উনিই আমার প্রিয় শিক্ষক।
যিনি সম্মান করতে শিখিয়েছেন,
যিনি প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন অন্যায়ের
যিনি ভুলকে ভুল আর সত্যকে সত্য বলতে শিখিয়েছেন
তিনিই আমার শিক্ষক-প্রিয় শিক্ষক।
আবারও মনে পড়ে সে কান্না;
তবে তা প্রিয় শিক্ষককে রোজ না দেখার কান্না।
সে বিদ্যালয় জীবনের বিদায় কান্না।
ওই দিন উনারও চোখ ছিল ম্লান;
বোধ হয়, কঠোরতার অন্তরালে লুকিয়েছিলেন।
উনি, আমার প্রিয় শিক্ষক।

বৃষ্টি আসুক শহর জুড়ে

পুর্বা রায়, বি.এড, ৩য় সেমিস্টার

বৃষ্টি আসুক শহর জুড়ে,
চাতক ভিজুক মন ভরে।
বেড়ে উঠুক অন্ধকারের ঘনত্ব,
মেঘেরা আজ করুক রাজত্ব।
গ্রীষ্মের দাবানলে, চরম ব্যাকুলতা,
তবে আজ দুকুল ছাড়িয়ে।
ফিরে পাক নদী প্রবনতা,
ক্ষতি কি আজ নামলে ঝড়?
বর্ষায় মাতুক সারা শহর,
সারা দিনের ছোটাছুটি থাক তবে বিরত।
থাকনা সবাই বাড়ি ঘরে বন্ধ,
দুজনে আজ ভিজবো।
শুঁকবো মাটির ভিজে গন্ধ,
একই ছত্রের তলায় মাথা গুঁজে
হাঁটবো আজ একই পথে।
শ্রাবন আজ ঝড়ে পড়ুক পায়ে,
ফোঁটা ফোঁটা মোরা মাখবো গায়ে।

প্রতিশ্রুতি

উত্তম মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক

ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির শব্দ সঙ্গে ভেজা মাটির গন্ধ,
নিরালায় নিঃশব্দে শুনি তোমার হৃদয়ের স্পন্দ।
জানালার কাঁচে ঝাপসা আলোতে তোমারি মুখচ্ছবি,
হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, আঁকলো কোন কবি।
তিন শতকের স্মৃতিপটে এলো এক পশলা বৃষ্টি,
অনাবিল আনন্দের মাঝে হঠাৎ বিরহের সৃষ্টি।
কথা দিয়ে কথা রাখেনি মহানগরীর ভিড়ে,
তাইতো এখনও আঁকিবুকি কাটি সগর তীরে।
তোমার দীর্ঘ প্রতীক্ষার তিলোত্তমা হয়নি অবসান,
মহারাজা বিক্রমের বীরত্বে গাঁথা তোমারি নাম।

দক্ষিন ভারতীয় সঙ্গীতের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র

ড. মহুয়া রায়, সহকারী অধ্যাপিকা

প্রভূত ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দক্ষিন ভারতীয় সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের বৈচিত্র পূর্ণ দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কলা সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত, নৃত্য গীত, গীতি-নাট্য, লোকসঙ্গীত সবদিক থেকেই দক্ষিন ভারতীয় সঙ্গীত সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভারতের সময় সঙ্গীত লুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু আধুনিক কালে তার অভাব পূরণ করছে গমন গীত। বৈচিত্র্যের দিক থেকে আমরা দক্ষিন ভারতীয় সঙ্গীতকে মোটামুটি ৮ ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ-

রাগমালিকা ঃ- মধ্যযুগের সঙ্গীতে 'রাগ কদম্বকম' এই নামে রাগমালিকা পরিচিত ছিল। তখন এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাগে গাওয়া হত। ক্রমশ বিভিন্ন রাগে রাগমুদ্রা সংযোজিত হয়। দীর্ঘ রাগমালিকা কতগুলি অংশে বিভক্ত প্রত্যেক অংশ আবার কতগুলি রাগে গাওয়া হয়। প্রত্যেকটি অংশ শেষ করা হয় সেই অংশের প্রারম্ভের শব্দ দিয়ে। রাগমালিকার প্রত্যেকটি অংশ শেষ করা হয় সেই অংশে ব্যবহৃত রাগের চিত্ত স্বর দিয়ে। এর পরেই পরবর্তী অংশের ভূমিকা রচিত হয়। তারপরে পরবর্তী অংশ গাওয়া হয়, রাগমালিকা অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং এর মধ্যে উচ্চ কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃতি ঃ- কৃতি উচ্চ কোটির গান। কীর্তন থেকেই কৃতির উদ্ভব অর্থাৎ কীর্তনরেই এক উন্নত রূপ কৃতি। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে কীর্তনের সৃষ্টি হয়। তালাপক্কম গীতিকারেরা যে কীর্তন রচনা করেন তা তিন ভাগে বিভক্তঃ পল্লবী, অনুপল্লবী এবং চরণ। কীর্তনে কথাই প্রধান। সুর সেখানে কথার বাহন। কৃতিতে এর বিপরীত এখানে সুরই প্রধান। তালাপক্কম গীতিকারেরাই প্রথম 'কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে প্রকৃত পক্ষে কৃতির উদ্ভব পুরন্দর দাসের পদ থেকে। বর্তমান কৃতি কর্নাটিক সঙ্গীতের সাহিত্য ও রাগভেদের মূল বিকাশ রূপে স্থানলাভ করেছে। কৃতি গাইবার পদ্ধতি এই রূপঃ

প্রধান গায়ক অথবা বাদ্যযন্ত্রী শুরু করেন কর্ম দিয়ে। তারপর তিনি মধ্য লয়ে কতগুলো কৃতি পরিবেশন করেন রাগের বৈচিত্র্যময় তায় এইভাবে গড়ে তোলা হয় সঙ্গীতের যথার্থ পরিমন্ডল, যাকে সাহিত্যিক ভাষায় বলে 'মেলম'। শিল্পী তারপড় 'রাগ' আলপনা দিয়ে প্রবেশ করেন কৃতির বিলম্বকাল এ। কতগুলি সুনির্বাচিত আবর্ত দিয়ে তিনি সাহিত্য এর নেরাভল পরিবেশন করেন। রাগ ও লয়ের ওপর যথোচিত

গুরুত্ব দিয়ে তিনি কল্পনাস্বরে সঙ্গীতের উপহার টেনে আনেন। এই ভাবে ঐকতান সঙ্গীত পল্লবীতে গিয়ে পৌছায়। এটাই হল সঙ্গীতের সর্বোচ্চ স্তর। পল্লবী আবর্ত এরই একটি সুর প্রকল্পনা যার সাহায্যে দক্ষতা ফুটিয়ে তোলা যায়। পল্লবীর পর সঙ্গীতে আসে সহজ ও চিত্ত বিনোদনের সুর। সাঙ্গীতিক ভাষায় এদের বলা হয় পদম, জাবালী, তিল্লানা, তিরুপপু গাঝ প্রভৃতি। পরিশেষে মঙ্গলম বা স্বস্তি বচনের দ্বারা সঙ্গীতানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, রাগ ও কৃতি পরিবেশনায় দুটো মৌলিক সুর প্রকরন রয়েছে। সঙ্গীতানুষ্ঠানের অন্যান্য কলা কৌশলই এই দুটি মৌলিক উপকরণে এসে মিশে যায়। এই দুটিই কর্নাটক সঙ্গীতের সারবস্তু।

রাজ দরবারই ছিল সঙ্গীতের পৃষ্ঠ পোষক। রাজদরবারে প্রবন্ধ সঙ্গীত এবং তার সূক্ষ্ম জটিল পদ্ধতি নিয়ে দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞরা নিজেদের নৈপুন্য প্রকাশ করেন। সঙ্গীতের রস গ্রহনের উপায় সাধারনের ছিল না তাদের কাছে সঙ্গীত ছিল একটা রহস্যাবৃত কলা কৌশল স্বরূপ। এই রহস্যের আবরন উম্মোচন করলেন তালাপক্কম এবং তার পরবর্তী গীতিকারগন। তারা এমন সহজ ও সরল ভাষায় কীর্তন রচনা করতেন যা সাধারন লোকের হৃদয় স্পর্শ করতো।

এই সময় পুরন্দর দাস নামে কর্নাটক সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। অনন্য সাধারন প্রতিভার অধিকারী এই পুরন্দর দাসের থেকেই কৃতির উদ্ভব। তাঁর পদাবলীতে সঙ্গীত শাস্ত্রের বিভিন্ন বিধি এবং সৃজনধর্মী নৈপুন্যের পরিচয় রয়েছে। চোল রাজ ইলাঙ্গো আদিগন কর্তৃক শিল্পাদিকরম রচিত হবার ও আগে এই কৃতি সঙ্গীতে দানা বাঁধছিল। এই বইতে যে গানগুলি রয়েছে তার মধ্যেই কৃতির বীজ নিহিত। তারপর নয়নমার থিরুগননা, সামবান্দার, আপ্পার, সুন্দরার এবং মনিক্ক ভাচাকার প্রমুখ গীতিকারদের প্রার্থনাগীতি এবং বৈষ্ণব মহাজন পেরিয়াল ওয়ার, আন্দাল, কুলশেখর প্রভৃতির সঙ্গীতে ধীরে ধীরে এটা পূর্ণতা লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পুরন্দরের সঙ্গীতে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ আত্মপ্রকাশ করলো।

পুরন্দরের পর যিনি কীর্তন গানের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেন তার নাম ভদ্রাচল রামদাস। তার সমসাময়িক ক্ষেত্রায়া কর্নাটক সঙ্গীতের আর একজন গুনী শিল্পী। ক্ষেত্রায়া পদাবলীর রচয়িতা। তাঁর পদাবলী নৃত্য সহযোগে গাওয়া হতো। কৃতির কাঠামোতেই তার পদগুলি রচিত। রাগ, ভাব, লয় ও সাহিত্যের দিক থেকে তার পদ অতুলনীয়। কৃতির উন্নয়নে আর একজন গীতিকারের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁর নাম সুব্রহ্মন্যম্ (১৭৩০-৮০)। তাঁর আধ্যাত্ম রামায়নের কীর্তনাবলী এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এর পরবর্তী যে তিন রত্ন কর্ণাটক সঙ্গীতের মান উন্নত করেন তারা হলেন ত্যাগরাজ মুথুস্বামী দীক্ষিতার এবং শ্যাম শাস্ত্রী। ১৭৬৩ থেকে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারা বর্তমান ছিলেন। তাঁদের যুগকে বলা হয় কর্ণাটিক সঙ্গীতের স্বর্নযুগ। এই তিনজন কৃতির চরম উৎকর্ষ সাধন করেন।

পদমঃ- মধুর ভক্তি এবং নায়ক-নায়িকা ভাব হচ্ছে পদম্ এর উদ্ভব উৎস। মধ্যযুগে পদম বলতে সমস্ত ভক্তিমূলক গানকে বোঝাতো। এই কারনেই পুরন্দর দাস এবং অন্যান্যদের পদকে বলা হতো দাসর পদগুল। তার পরবর্তীকালে মধুর ভক্তি সম্পর্কিত গানকে বলা হয়ে থাকে দম্।

জাবলী ঃ- জাবলী সৃষ্টি হয় ১৯ শ শতাব্দীতে। এটা একটু হাল্কা ধরনের গান। এই গানের ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যও নেই কথাও উচ্চ শ্রেণীর নয় তেলুগু ও কাপড়া ভাষায় জাবলী গাওয়া হয়।

তিল্লানা ঃ- এই গান সংক্ষি প্ত, কিন্তু প্রানবন্ত, নাচের সঙ্গে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।

স্বরজাতি ঃ- ১৮ শ শতাব্দীতে এই গানের সৃষ্টি। এই শ্রেণীর গানের প্রথম অংশে জাতির একটি অনুচ্ছেদ থাকায় এই জান নাচের সঙ্গে ব্যবহার শুরু হয়।

জাতিস্বরম ঃ- ১৯ শে শতাব্দীতে এ শ্রেণীর গানের সৃষ্টি। এটা পুরোপুরি নৃত্যের গান। সম্পূর্ণ গানই জাতি প্রকরনের গঠিত

বৃদ্ধাশ্রম

দীপা নাথ, ডি.এল.এড, ১ম বর্ষ

ছোট থেকে বড়ো করল যারা
চিনিয়ে দিল জীবন।
সকল সাজে যাদের মাঝে
দেখেছি ত্রিভুবন।
যারা আমাদের চলতে শেখালো
জীবনের পথে একা।
যাদের জন্য বুঝতে শিখেছি
আসল, নকল, বাঁকা।
যারা সারাদিন আগলে রেখেছে
আগলে রেখেছে সারাজীবন
তাদেরই কি পাওনা ছিল
সাধের বৃদ্ধাশ্রম?

ভাবনা

মানালী নন্দী, সহকারী অধ্যাপিকা

"ভাবনা আছে ভাবের ঘোরে, ভাবি কিন্তু মনে মনে,
ভাবনার আড়ালে বাস্তবতা, চেয়ে আছে সঙ্গোপনে"।

'ভাবনা' এই কথাটির মধ্যেই একটি বিশাল রহস্য লুক্কায়িত আছে মনে হয়। আসলে কি এই ভাবনা? কেন এই ভাবনা? এসব এর উত্তর অনুসন্ধান করাও কি তাহলে ভাবনা? আমরা সবাই স্বপ্ন দেখতে খুব ভালবাসি। কারণ আমরা আমাদের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছাগুলিকে স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবায়িত হতে দেখি। এই স্বপ্ন ও কি তাহলে আমাদের অবচেতন মনের ভাবনা? প্রশ্নটি হয়তো বা সবার অবচেতন মনে উঁকি দিচ্ছে। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মানুষই শ্রেষ্ঠতম জীবের তক্‌মা বহন করে আসছে বহু যুগ ধরে। কিন্তু বাস্তবে মানুষ তক্‌মাধারী বহুরূপীদের আসল ভূমিকা সমাজে কোনটা সেটাই বর্তমান সভ্য সমাজের প্রধান ভাবনা। কেননা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা মনুষ্য নাম ধারী বহুরূপীরা নিজেদের মূল্যবোধ, নৈতিকতা; দায়িত্ববোধের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর তাগিদে মূল কর্তব্যবোধ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। ফলস্বরূপ বর্তমান সমাজের ভবিষ্যত প্রজন্মদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি মোহান্ধতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েই চলছে।

বর্তমান সমাজের শিশুরা এতটাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি মোহান্ধ যে তারা তাদের ভাবনার জগতে কোন রকম বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কারণ আমরাই তাদের এই বেড়াজালে আবদ্ধ করে দিয়েছি, আমাদের ব্যস্ততম জীবনের ধাপগুলির দিকে আরো অগ্রসর হবার তাগিদে। পূর্বে আমরা শুনতাম রূপকথার রাজ্যের কথা। হয়তো বা সেটাও আমাদের ভাবনা। আর সেই ভাবনাগুলিকে বাস্তবতাদানের জন্যই বৈজ্ঞানিক উপাদান গুলি আমাদের প্রধান বন্ধুরূপে প্রতিফলিত হচ্ছে। ভাবনার আড়ালে আমরা আসলে আমাদের বাস্তবিক জীবনে মনের আবেগগুলিকে গুরুত্ব দেই না। সমাজে আমাদের জাতিগত যে বৈচিত্র্য রয়েছে (স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি) সেখানে ও আমরা আমাদের ভাবনা, ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তন করতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করছি। সমাজের যে রীতিনীতি ধ্যান ধারনা; বিশ্বাস রয়েছে, সবকিছুর উর্দ্ধে গিয়ে আমরা ব্যতিক্রম হবার দৌড়ে ছুটছি। কিন্তু কিসের জন্য ??? আমরা বর্তমান বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতিকে হাতিয়ার করে 'মাতৃত্ব' শব্দটার ও একটি ভিন্ন রূপ জগতে প্রতিষ্ঠা করার দৌড়ে এগুচ্ছি। কিন্তু এটা আমাদের ভাবায়, কারণ তাহলে এই 'দেবী বন্দনা' 'মাতৃবন্দনা', 'মাতৃত্ব' কথাটির যে মাহাত্ম যা যুগযুগ ধরে আমাদের কাছে এক অন্য

UDAYAN

মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেটা বর্তমানের পরিবর্তনের সাথে অভিযোজিত করবে কিভাবে?? আসলে আমরা যেটা করি, সেটাই ভাবনার প্রতিফলন। কিন্তু বর্তমানের প্রতিফলনের রূপ দেখে আমরা চিন্তিত, এটা আসলে বৈজ্ঞানিক আবির্ভাবের প্রভাব, নাকি মানুষরূপী ফানুসদের মানসিকতার প্রতি ফলন। সবকিছুর উর্দ্ধে উঠে আমরা এটাই প্রত্যাশা করি। যাতে যে ভাবনাই, যেভাবেই বাস্তবায়িত হোক না কেন, তা যেন সমাজের সার্বিক উন্নতিতে সহায়ক হয়। কোন রকম মূল্যবোধ হীন অনৈতিক পরিবেশ এর সাক্ষী না হয়।

ভাবনা থাকবে ভাবনার অন্তরালে

আবেগ রস ঝড়বে অশ্রুর বারিধারয়-

জগত সংসার এর পরিবর্তিত রূপ

ভাবনার ভাবধারায় গড়ে নবরূপ।।

বেকারত্ব

পারমিতা রায়, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

'বেকারত্ব' শব্দটি জীবনের একটি অভিশাপ। যা শিক্ষিত যুবসমাজকে সম্মানের সাথে বাঁচতে দেয় না। একজন মেয়ে বা ছেলে যখন পড়াশোনা শেষ করে বসে থাকে একটি চাকরির আশায় তখন পাড়া -প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও সমাজ নানা কথা, কটূক্তি শুনিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না, "এখনও একটা চাকরি হলো না তোমার" তখন নিজের অজান্তে খারাপ লেগে যায় সত্যিই তো বয়স একটু একটু করে বাড়ছে এখনও কিছুই করতে পারছিনা। একজন শিক্ষিত বেকারের দিন চলে টিউশন পড়িয়ে বা কোনো প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি করে কিন্তু সেই চাকরিও কতদিন স্থায়ী হবে তার নিশ্চয়তা কেউ দেয় না। বেকারদের সমাজে কোনো সম্মান জনক স্থান থাকে না। তারা সমাজে সব সময় অবহেলিত হতে থাকে, হয়তো দিন যত যায় পরিবারের কাছেও তারা এক প্রকার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় কিন্তু কেউ দেখে না তাদের চেষ্টা, কেউ বুঝে না তাদের কষ্ট। একজন বেকারের নেই কোনো সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কোনো উচ্চাবিলাসী চাহিদা, নেই রাগ বা অভিমান কারন তারা জানে তাদের এ সবের কোনো মূল্য নেই কারণ তারা যে বেকার।

জেল খানায় কয়েকদিন

অলক দে, সহযোগী অধ্যাপক

বিনা অপরাধে কারাবাস।
জীবনে কোন দিন
কারাবাস করতে হবে
স্বপ্নেও ভাবিনি।
হাঁটতে মানা, চলতে মানা
সব কিছুতেই মানা।
নিষেধাজ্ঞার নোটিশ জারি হয়েছে
গ্রহজুড়ে। অবহেলা করতে পারছেনা
কেউ। এখন স্বকীয় অস্তিত্ব
রক্ষার নিয়মাবলী। মাথা পেতে
মেনে নেওয়া মানে
মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা।

সভ্য গ্রহটা যেন আজ জেলখানা।
কোথাও কোন সাড়া নেই
সর্বত্রই ভয়ানক নীরবতা
সভ্য সমাজের কাছে করোনার
করুণা যেন বিভীষিকা।
পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ
কোন দেশ মহাদেশ বাদ যায়নি
করোনার করাল ছায়া থেকে।
গ্রহটার এ দিকে ও দিকে ছড়িয়ে
ছিটিয়ে লাশ, জানান দেয় এ যেন
সভ্য সমাজের মৃত্যুপুরী।

মৃত্যুপুরীর করালচিত্র-মানুষ
আজ কান্না ভুলে গেছে, করোনা'র গ্রাস
সভ্যজাতির চোখের জলটা পর্যন্ত
শুষে নিয়েছে। এতসব ধ্বংসাত্মক
মৃত্যুলীলার পরও সবার উত্তর একটাই
জেলখানায় থাকা ভাল তবু যেন মৃত্যুদূত
করোনার সাক্ষাৎ না হয়।

সবার জন্য খেলাধুলা

ড. কিষান সোম, সহকারী অধ্যাপক

খেলাধুলা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে শিশু এবং অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের জন্য। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। হয় ইনডোর গেমস বা আউটডোর গেমস উভয়ই তরুণদের মনে উল্লেখযোগ্য ফলাফল রয়েছে। খেলাধুলা বলতে শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং দক্ষতাকে বোঝায় যেখানে একটি একক সদস্য বা দলগত আনন্দ এবং বিনোদনের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে। ক্রিকেট, ফুটবল, বেসবল,গল্ফ, বাস্কেটবল,হকি, রেস, জাম্পস এবং বক্সিং ইত্যাদির মতো বিভিন্ন ধরণের খেলা রয়েছে। এগুলো হল আউটডোর গেম যা মাঠে খেলা হয়ে থাকে। এছাড়াও কিছু ইনডোর গেম আছে যেমন দাবা, লুডু, ক্যারাম ইত্যাদি যা আমরা আমদের বাড়িতে খেলে থাকি।

খেলা ধুলা আমাদের ফিট এবং সুস্থ করে তোলে। এটি আমাদের শরীরকে সক্রিয় করে তোলে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। দাবা এবং লুডোর মতো গেম আমাদের মানসিক সুস্থতা এবং শক্তিকে বাড়ায়, কারণ আমরা চাপের পরিস্থিতিতে যা চিন্তা করি তা আমাদের মনকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। একটা সরল প্রবাদ আছে "একজন নিখুঁত ব্যক্তি তিনিই, যার একটি সুস্থ শরীরে একটি সুস্থ মন আছে"।

খেলাধুলার মধ্যে অনেক সুবিধা রয়েছে। খেলাধুলা একজন নিখুঁত ব্যক্তি হয়ে উঠার সেরা উৎস। প্রত্যেকে প্রতিদিন তাদের কাজ করে এবং শুধুমাত্র কাজ করে একজন মানুষকে সতেজ করে তুলতে পারে না। খেলাধুলার যে সকল কার্যক্রম রয়েছে তা একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে বিনোদন দেয় এবং সেগুলি ব্যক্তির জীবনের অংশ হওয়া উচিত। এটি আমাদের টিমওয়ার্কও শেখায় যা পেশাদার জীবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপর দিকে আমাদের শেখায় সে কিভাবে জয় ও হারের পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে আচরণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও শিক্ষা একই সাথে বাহন করতে হবে। খেলাধুলার শিক্ষা একটি পাঠ্যক্রম এবং স্কুলের শারীরিক শিক্ষার প্রেক্ষাপটে মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য খাঁটি, শিক্ষাগতভাবে সমৃদ্ধ খেলাধুলার অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য নির্দেশনা মডেল ডিজাইন করা হয়ে থাকে। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কারণ এটি তাদের ভিতর থেকে শক্তিশালী হতে শেখায় এবং একটি ফিট ও সুস্থ শরীরের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষার খেলাধুলার সংমিশ্রণ শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজস্ব কিছু করার জন্য উৎসাহিত করে এবং এগুলোর মালিকানার জন্য একটি স্ব-প্রেরণাদায়ক

মতোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

পরিশেষে, খেলাধুলা আমাদের শরীরিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলে। এছাড়াও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত রাখে। খেলাধুলা আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খেলা ছাড়া জীবন নিস্তেজ। ক্রীড়া কার্যকলাপের মাধ্যমে আমাদের মনকে প্রশিক্ষিত করে এবং আমাদের চিন্তাভাবনাকে নতুন রুপ দিয়ে থাকে।

চলন্ত পথ

সাগর ভট্টাচার্য্য, বি.এড, ১ম সেমিস্টার

চলার পথে যত বাধা সব
মুছে যাবে দেখে তোমার কলরব।
আসবে এক দিন সময়
যখন হবে তোমারই জয় জয়।।

বন্ধু

অঙ্কিতা চক্রবর্তী, বি.এড , ১ম সেমিস্টার

শৈশবের সেই শুরুর থেকে
এখনো যে ছাত্র জীবন
বন্ধু তোদের সঙ্গ দানে
যায় মিটে সব প্রয়োজন।
সঙ্গে যদি থাকিস তোরা
গল্প ফুরোয় একলা বোধের
শিশির জমা ঘাসের গায়
গন্ধ ভাসে বিকেল রোদের।
শিখছি কত নতুন বিষয়
তোদের সাথে পাড়ার মাঠে
শিক্ষা যেন পূর্ণতা পায়
বন্ধুত্বের এই গল্প পাঠে।
কষ্ট জাগে একলা হলে
মিস করি খুব বন্ধু তোদের
ডাক পেলে তাই ছুটে আসিস
মুল্য রাখিস অনুরোধের।

মৌমাছি

দেবপ্রিয়া দে, বি.এড, ১ম সেমিস্টার

মৌমাছি, মৌমাছি
কোথায় যায় রাশি রাশি।
গুন গুন করে যাও,
যেথা ইচ্ছা সেথায় যাও।
মৌমাছি, মৌমাছি
বাগানেতে ঘুরি ঘুরি,
রঙিন ফুলেতে বসে,
জমাও মধু ভুরি ভুরি
সাথে নাও পরাগ রেণু,
সঙ্গে যায় রঙের ধেনু।
মৌমাছি, মৌমাছি
কোথায় থাকো রাশি রাশি
মৌচাকেতে বাস তোমার,
মধু ঘেরা আশ তোমার,
বন্ধু তুমি পরিবেশে,
আমিও বন্ধু হবো অবশেষে।

ভারতমাতা
(ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী)

সুজয় বনিক, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

কে এই "ভারতমাতা"? কি তাঁর পরিচয়? এই প্রশ্ন যখনই তোলা হয়েছিল, তখনই আমরা এই একটি উত্তর পেয়ে এসেছি। আমাদের পুরাণে কথিত আছে, এই জগতে যখনই দুষ্ট দানবের উত্থান ঘটেছে তখনই সৃষ্টি রক্ষার্থে দেবতারা জাগ্রত করেছিলেন শক্তি স্বরূপিনী এক নারীশক্তিকে।

এক্ষেত্রে ও তাই ঘটেছিল। উনিশ শতকের সুচনায় যখন আপামর ভারতবাসী ইংরেজদের চরম অত্যাচারের শিকার, তখনই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাদের মাতৃত্বের আবেগ কে উদ্ভাসিত করে আমাদের দেশকে কল্পনা করেছিলেন এক শক্তিস্বরূপিনী জননী রূপে। যিনি আমাদের ভারতসাসীর আধ্যাত্মিক শক্তি, সুরক্ষা, বীরত্ব ও ধ্বংসের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে সম্মানিত।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "আনন্দমঠ" উপন্যাসে এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রকল্পে সেই প্রতিমা বিমূর্ত থেকে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে "বঙ্গভঙ্গ" বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনের সময় হিন্দুদের ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর অনুকরণে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতমাতা' চিত্রটি আঁকেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি আমাদের " আত্মনির্ভরতার মন্ত্রে" দীক্ষিত করেছিলেন। তখন এই ছবিটির দ্বারা শিল্পী স্বদেশি আন্দোলনের যুগে দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশিয়ানা ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এই চিত্রটির প্রথমে নাম ছিল 'বঙ্গমাতা'। ভগিনী নিবেদিতা এর নামকরণ করেন 'ভারতমাতা'।

ছবিটি লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো তাঁর "অচিন্ত্য" রূপ

১। তিনি গৈরিক বসনা, যা "ত্যাগের প্রতীক" হিসেবে চিহ্নিত।

২। তিনি নীচের ডান হাতে ধারন করেন "কণ্ঠীমালা", (যা দীক্ষা বা সাধনার প্রতীক)

৩। নীচের বাম হাতে ধরে আছেন "ধানের শিষ", (কারণ তিনিই আমাদের মুখে অন্নের যোগান দিচ্ছেন)

৪। উপরের ডান হাতে ধারণ করেন "তাঁতবস্ত্র" (বা আমাদের

ভারতের ঐতিহ্যের প্রতীক),

৫। আর বাম হতে ধারে আছেন " বেদ বা পুঁথি" (এই পুঁথিই প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক কে অকৃপণ জ্ঞান বিতরণ করে চলেছে।)

৬। তিনি আবার সিংহবাহিনী (সিংহ একটি সাহসী মহাবীর্যবান পশুর প্রতীক, যার দন্তও নাখের এক থাবায় শত্রুর খুলি মস্তক থেকে ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও বিচার করলে দেবী দুর্গার ন্যায় তিনিও সর্বশক্তিধারিণী। তাই তিনি সিংহাসনা।)

এই রূপকল্প নিয়ে দেবী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন "ভারতমাতা" নামে। যিনি সর্বদা তাঁর বীর সন্তানদের বহু শতাব্দী ধরে মাতৃভূমি, সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাইতো ১৩৮ কোটি ভারতবাসীর কণ্ঠে উচ্চারিত......

"বাহুতে তুমি মা শক্তি

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি

তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।।"

তথ্য সংগ্রহ - ইন্টারনেট ও বিভিন্ন বইপত্র থেকে সংগৃহীত।

চিত্র সংরক্ষণ- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখে আমার নিজের কল্পনায় আঁকা।

পূরানো সেই দিনের কথা

দীপা নাথ, ডি.এল.এড, ১ম বর্ষ

হারিয়ে গেছে অনেক কিছু
সকাল থেকে রাত।
হারিয়ে গেছে পাশাপাশি
আকড়ে ধরার হাত।
হারিয়ে গেছে প্রথম স্কুলের,
সেই চঞ্চল মন।
চলতে চলতে হারিয়ে গেছে
বন্ধু কত জন।
আর হারাতে চাইনা
এই সময় ক্ষন।

নিস্ফল দাবী

ড. পলাশ দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক

আমি দুঃখী হয়েও নিয়ে আছি
সুখের ঘরের চাবি,
দেনাপাওনা নাইকো কিছু
কিসের করো দাবি।
আমি সুখী আছি বলে
তালা দিলে সুখের ঘরে,
ভবঘুরে আমি আপন ভুবনে
একটু ঠাঁই দিও তোমার অন্তরে।
আমি স্বপ্ন দেখি বাস্তবতার ঘুমে
নয়নের পাতা খুলে,
দেহ মন শায়িত একই শয্যায়
চিরনিদ্রায় স্বপ্ন তাকিয়া তলে।
আমি জীবিত হাজারো মুখের গালিতে
চাই না অমরত্বের বরদান,
পঞ্চতত্ত্বের দেহ পঞ্চভূতে হবে বিলীন
এটাই প্রকৃতির অবদান।

হারিয়ে যাওয়া সম্পর্ক

সাগর ভট্টাচার্য্য, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

কিছু সম্পর্ক হারিয়ে যায় ভুল বোঝাবুঝির কারণে।
কিছু সম্পর্ক হারিয়ে যায় লোকের কথার কারণে।
প্রেমিক প্রেমিকা কি বলবো ভাই বন্ধুত্বও হারিয়ে যায়।
যখন নিজস্বতা আসে তখন বন্ধুত্ব কি, ভাই ও হারিয়ে যায়।

অন্য সরস্বতী

প্রিয়া মন্ডল, সহকারী অধ্যাপিকা

কোথায় থাকো সরস্বতী, কোথায় তোমার বাড়ি?
তুমিও পরো, আজকে অমন হলুদ বরণ শাড়ি?
ভোরের বেলা হলুদ মাখার পাট গিয়েছে চুকে,
ঠান্ডা জলে স্নানের পরে, ছুট্টে মায়ের বুকে।
মাটি দিয়ে সরস্বতী, বানিয়ে দিতাম পুকুর
হাঁস চড়ত শোলার তাতে, আনন্দ তাই খুকুর।
টবের গাছের গাঁদাগুলো ফুটতো তোমার পাশে
দুব্বো খুঁজে সারা সকাল হারিয়ে যেতাম ঘাসে।
সুলেখার ঐ দোয়াত ছিল, ছিল খাগের কলম
শিখেছিলাম বুদ্ধি নাকি যোগান দেবে বলম।
এখন অনেক দিন গিয়েছে, অনেকসময় পার
এখনো সেই হলুদ শাড়ি, পুজোর যত ভার।
এখন পুজো সাত সকালে অপিস যাওয়া ছুটে
খেয়াল রাখা উথলে না যায় ভাত গিয়েছে ফুটে।
এখন পুজো হিসেব রাখা, রেশন, বাজার, ধোপা
তবুও যদি শখ যায় সে বাঁধবে বিনোদ খোঁপা।

এখন পুজো চারদিক সব সামলে রেখে চলা
তবুও মাগো তোমার কাছে একটি কথা বলা।
এই যে সবাই কচ্ছে পুজো, বিদ্যে দে মা বলে,
পণের টাকা নেবার সময় বিদ্যে গেল জলে?
আই আই টি পাশ মেয়ের গলায় পড়ছে আজও দড়ি
তবে মাগো তোমার কাছে নিবেদন এক করি
এই যে যত দেখছো মেয়ে, মানুষ করো আগে
বিদ্যে যেন উচিত কাজে উচিত মতো লাগে।
যে হাত তোমার কচ্ছে পুজো, শক্তি দিও তাকে
অ্যাসিড ছোঁড়া সভ্যতা আজ দুমড়ে দিল যাকে
সেও যেন মা দাঁড়ায় ঘুরে, বিদ্যে আছে তারও
তুমি মাগো সত্যিকারের শক্তি দিতে পারো।
পুতুল খেলার দিন গিয়েছে, জীবন কঠিন ভারি
সরস্বতী বিদ্যেবতী, হলুদ বরণ শাড়ি।
তোমার জন্য পলাশ ফুলের রইল গাঁথা মালা
বিদ্যে মানে শিরদাঁড়াটি সোজা রেখেই চলা।

এই কথাটি দিও তোমার ভক্তকুলের কানে
ও বাগদেবী, তোমার সবাই বিদ্যে বলেই জানে।
এখন জানুক শক্তিরূপে, বিদ্যের আছে ভার
দুইয়ে মিলে তোমার রূপের খুলছে দ্যাখো ধার।
শক্তপোক্ত করো মাগো, দুবেলা থাকা দায়
এসব কথা কানে কানে তোমায় বলাই যায়।
বিদ্যে যেন শক্তি হয়ে আসে নতুন রূপে
করছি পুজো মনে মনে,চন্দনে আর ধূপে।।
সরস্বতী বিদ্যেবতী, রূপে জগত আলো
আমি ভীষণ ডানপিটে আর গায়ের রঙ ও কালো
তুমি আসো সরস্বতী হাঁসের ডানা চড়ে
আমার স্কুটির স্পীডোমিটার তুমুল বেগে ওড়ে।
ভাইকে পড়াই, বোনকে শেখাই কুংফুও কারাটে
সরস্বতী, আমার তোমার একতলার ভাড়াটে।
তোমার গায়ে শুভ্র দ্যুতি, তুমি ভীষণ ভালো
তুমি নাকি ঘরে ঘরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো?
তবে কেন লোকের মাথায় ঢোকে না কিচ্ছুতে
আমরা হলাম স্বাধীনচেতা, বখাটে নই মোটে।
ইস্কুল যাই, রোদে পুড়ি, সাইকেলটাও চড়ি
বাড়ি ফেরার সময় খেয়াল থাকেও নাতো ঘড়ি।
হাসপাতালে রাত জেগে রই বন্ধুর বিপদে
কথা দিলে, ঘোর দুপুরেও দাঁড়িয়ে থাকি রোদে।
ফর্সা হবার ক্রীম মাখি না, শাড়ি ও পরি কম
স্কুটির তালে আপনি চলি, আপনি রাখি দম।
সজাগ থাকি, খেয়াল রাখি, যত্ন করি মানের
ভিজে বেড়াল নইতো মোটে, বাঘিণী হই বনের।
তুমি বাজাও বীণার তারে রাগটি সরস্বতী
আমি বাজাই গিটার এবং নাচেও মাতি
হাত পা চালাই, ঘুষিও মারি, ব্রুস লি আমার হিরো
সরস্বতী, প্লিজ আমাকে দিও না দশে জিরো।
তোমার মত বিদ্যে আমার নাই বা যদি হল
চাকরি একটা করতে পারবো, মন্দ হল, বলো?
তোমার মত নাই বা হল মেঘবরণ চুল
ভালোমন্দ চিনতে আমার হয় না কভু ভুল।
সারাটা দিন বাজাও বীণা হাঁসের পিঠে বসে
বুঝবে তুমি, কেমন করে মাংস রাঁধে কষে?
যে রাঁধে সে চুল ও বাঁধে কইছে লোকজনে
সরস্বতী, মনের কথা রয়েই গেল মনে।
গুণবতী আখ্যা পাবার লোভ করিনা জেনো
দশভুজা হবার ফাঁদেও পড়বো না কক্ষনো।
থাকুক আমার রোদে পোড়া চিকণ কালো ত্বক
একটু না হয় রাগের মাথায় করলাম বকবক,
হয়তো গলায় সুর খেলে না, খেলেছি ফুটবল
কথায় কথায় চোখে তবু আসবে না তো জল।
কঠিন আমি মাটির মত, নরম সময় মতো
সরস্বতী, আমার চেতনা সর্বদা জাগ্রত।
আশীষ দিও মাগো, থাকুক শিরদাঁড়াটি দড়
একলা হাতে সব সামলাই, ঠেলতে পারি ভীড়ও।
করতে পারি হিসেব নিকেশ, বাজার হাটে ঘুরি
আবার যদি ইচ্ছে হল, মেঘের ডানায় উড়ি।
লক্ষ্মী যে নই, সবাই জানে, সরস্বতী জানেন
ডানপিটে মেয়ে খুব দরকার, হাড়ে হাড়ে মানেন।
হাসতে পারি হা হা করে, লম্ফ দিয়ে চলি
আর হবে না একটি মেয়ে ও পণ প্রথার বলি।
তুমি মাগো শক্ত করে ধরো আমার হাত
জুটিয়ে নেবো নিজের এবং অন্যদেরও ভাত।
হাঁস চাই না, বীনাও থাকুক, গায়ের রঙ ও থাক
দিতে হলে বিদ্যে দিও, আর যা কিছু যাক।
করতে পারি দুনিয়া জয় বিদ্যে সহায় হলে
যাবার সময় লোকের কানে একটু দিও বলে
আমরা হলাম নতুন যুগের নতুন সরস্বতী
মন্দের যম, তা না হলে ভালোর ভালো অতি।
আমরা সবল, আমরা রাখি গড়ার কাজে মতি
মন্দলোকে বলুক গিয়ে দুষ্টু সরস্বতী।
বিসর্জনের সময় এলো, আবার এসো মাগো
আক্কেলটা ভালো করেই জাগাও এবং জাগো।

শঙ্খের মূল্য

সুজয় বনিক, বি.এড , ২য় সেমিষ্টার

সেদিন চৈত্রের তীব্র দাবাদাহ মধ্যাহ্ন। সূর্যের প্রখর তপ্ত কিরণ সোজা চোখের কোনে মরুভূমির মরীচিকার মতো এক ভ্রম উৎপন্ন করছে। চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজমান। মাঠে ঘাটে এক অকাল শুষ্কতা বিদ্যমান, দেখে হঠাৎ মনে হবে, কোনো এক দৈত্য সেখানে আক্রমণ করে প্রকৃতির বক্ষ থেকে রস নিংড়ে নিয়ে মাটি ফুটিফাটা করে দিলো। এই সেই বর্ধমানের রাঢ়বঙ্গ, যেখানে বৎসরের বারোমাস মাঠঘাটে সবুজায়ন বজায় থাকত। গত একমাস যাবৎকাল ধরে এই স্থান বৃষ্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কোনো বহিরাগত যদি তাহা প্রত্যক্ষ করে, অন্ততঃ তাই মনে করবেন।

চাষীদের মাথায় হাত। যদিও আমরা এর তিনটি কারণ ধরে নিতে পারি। প্রথমত: ধারদেনা নিবার কারণে সময় মতো ঋণ চোকাতে না পারার ভয়, দ্বিতীয়ত: অভাবী সংসারে দুমুঠো অন্নের যোগান বন্ধ হবার উপক্রম এবং তৃতীয়ত: আগত বৈশাখ সংক্রান্তিতে যুগাদ্যা মায়ের বাৎসরিক উৎসব চলাকালীন সময়ে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় জনিত চিন্তাভাবনা। এ ব্যাপারে একজন আরেক জনে বলাবলি করছে...... "মা বোধহয় এ বছর আমাদের উপর রুষ্ট হইচেন, না হইলে মোরা বাপরজম্মে এই রকম শুষ্কতা কক্ষনো দেখিনেই। রক্ষে করো। মাগো রক্ষে করো।" এভাবে দিন যাচ্ছে। কিন্তু মায়ের মনে কোথাও করুণার চিহ্ন উদয় হয় না। হয়তো তার মনে অন্য কিছু আছে।

একদিন পড়ন্ত দুপুরে ধামাচ দীঘির পথ ধরে যাচ্ছেন এক শাঁখারি। তার পুটুলি ভর্তি ভিন্ন ভিন্ন মাপের শাঁখা। "শাঁখা পরবে গো মা জননীরা........" এই বলে পথিক মনে মনে তৃষ্ণায় ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। সম্মুখ পানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ আপন বৃহৎকায়া বিস্তার করে ছায়া প্রদান করছে। সেইখানে আতিথ্য গ্রহণ করে মনে মনে মায়ের গুনগান গাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন এক অল্পবয়স্কা নাবালিকা ভিজা শরীরে সহৃদয় ভাব প্রকাশ করে জলপূর্ণ পাত্র পথিকের নিকট হস্তান্তর করল। কোনোদিক ভাবনা চিন্তা না করে সেই পাত্র থেকে জলপান করে তৃপ্ত মনে পথিক বললেন..... "মাগো, তোমার নাম কি? তোমার আলয় কোথায়?" ...... " মোর নাম ভগবতী। ওই যে মন্দিরের সম্মুখে এক দীঘি আচে, আমি সেখানেই ঘর পেতেছি গো।" নাবালিকার উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে পথিক বললেন ..... " মেয়ে বলে কি। সে নাকি দীঘিতে ঘর পেতেছে।" .... "হ্যাঁ গো, আমি সত্যই কইচি।" .... "মারে। তোমার ললাটে সিদুঁর দেখতেচি বে। তুমি কি

বিবাহিত?" .... পথিকের প্রশ্নে কোনোরূপ সংকোচ ভাব প্রকাশ না করে সেই নাবালিকা নির্দ্বিধায় বলিল ..... " মোর যখন নয় বৎসর বয়স, বাপ - মা পাত্র দেখে দান দিলো যে।" ......" তা তোমার স্বামী কোথায়?" ..... মৃদু মৃদু হাস্যবদনে নাবালিকা বলল ..... " দরিদ্র আমার স্বামী অন্ন দিতে নাই পারে। উন্মাদ পাগল সে। দিবারাতি ঘরে দ্বন্দ্বে মেতে থাকে। দেখো গিয়ে মাঠে-ঘাটে-শ্মশানে- মশানে বিচরণ করছে। তাঁর কি আর ঘরে মন স্থির থাকে।"........ পথিকের মনে বোধহয় দুঃখের রন্ধ্র স্পর্শ করেছে। নাবালিকার উত্তরে, পথিকের মনে হয়তো বক্রোক্তির মতো বিপরীত অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই জায়গায় যদি অন্য কোনো পথিক থাকলো, নাবালিকার বক্তব্য শ্রবণ করে ততটা গায়ে মাখতেন না। তবু ও প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায়, নাবালিকা পথিকের ক্রমাগত প্রশ্নবানে জর্জরিত না হয়ে অন্যমনস্ক ভাব প্রকাশ করছে। তার কানে একজোড়া দুল, গলায় সরু হার, চরণে একজোড়া মল দেখে উপলব্ধি হল ...., " বাপ মা আর যাই কিছু দিক বা না দিক, এই একরত্তি মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্বশুর গৃহে পাঠিয়েছেন।" মেয়েটি তখন বলল....... "শাঁখা বিক্রি করো বুঝি?" প্রত্যুত্তরে পথিক বললেন ...... " ভানু দত্ত মোর নাম। লোকে আমারে 'শাঁখারি' বলিয়া ডাকে।"... "ওগো, তোমার ঝুলির সবচেয়ে ভালো শাঁখা জোড় আমায় পরিয়ে দাও।" একরত্তি মেয়ের কথা শুনে শঙ্খের ঝুলি নামিয়ে দিলেন বনিক। ......"ইয়ার উচিৎ মূল্য কত লবে তুমি?" বনিক বললেন ...."শঙ্খের উচিত মূল্য হল পাঁচ টঙ্কা।" তখন তিনি সহৃদয়ে বললেন...... "দেখি মা তোমার হাত।" নাবালিকা তার হাত জোড়া বাড়িয়ে দিলেন। হাতে তেল মেখে শাঁখারি শঙ্খ পানে চায়; তখনই তিনি নাবালিকার হাতে ও পায়ে অদ্ভুত ভাবে পদ্ম ফুলের গন্ধ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পাশে অবস্থিত বটবৃক্ষের শাখায় শাখায় কি যেন এক বায়ু বয়ে গেল। হঠাৎ মড়মড় শব্দে সেই প্রান্তর জেগে উঠল। অতি ভয় পেয়ে জোড় হাতে বনিক বললেন ....." তুমি শঙ্খ পরলে কে দিবে টাকাকড়ি?" মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে নাবালিকা বললেন ..... "শুন বাপু, ব্রাহ্মণের কন্যা আমি। মোর বাপ গ্রামের যুগাদ্যা মন্দিরের পুরোহিত। ওই দেখো,....দেখা যায় মন্দিরের চূড়া, ওখানে আছেন তিনি, তাকে গিয়ে বলো, তোমার কন্যা একজোড়া শঙ্খ পরেছে ধামাচের ঘাটে, সে বলল, ঘরের কুলুঙ্গিতে পাঁচ টঙ্গা রাখা আচে। সেই টাকা যেন তোমায় তিনি দেন।" এই কথা বলে কোথায় যেন চলে গেল সেই নাবালিকা। আর শাঁখারি অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইল। গোধুলি লগ্ন প্রায় সমাগত। গ্রামের মধ্যস্থলে কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত অতি প্রাচীন মন্দির বনিকের দৃষ্টিগোচর হল। সেইখান থেকে ঢাক বাজছে। তখন সেই মন্দিরের পুরোহিত সন্ধ্যার পুজার্চণার আয়োজন করছেন। পুজর্চনার শেষে বনিক মশাই গিয়ে বললেন....." কি কর হে দ্বিজবর মন্দিরে বসে। তোমার কন্যারে ধামাচের ঘাটে শঙ্খ পরিয়ে এলাম। শঙ্খের উচিত মূল্য হইল পাঁচ টঙ্কা। সেই কড়ি দিয়ে বিদায় কর মোরে।" বনিকের কথা না বুঝে বিষ্ময়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঠাকুর বললেন ... " কার কন্যারে শঙ্খ পরালে? মোর কোনো কন্যা নাইতো। .... নিশ্চয়ই শাঁখারিকে কেউ ঠকিয়েছে।" তখন শাঁখারি বললেন .... "মন্দিরের কুলুঙ্কিতে পাঁচ তঙ্কা রাখা আছে। সেই কন্যা বলিল মোরে।" শাঁখারির কথা শুনে ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন ....." তুমি কার ঝিয়ারীরে শঙ্খ পরালে আর আমি কেন দিবো টাকাকড়ি?" বনিক বলিল..... "ঠাকুর ক্ষমা দেহ মোরে। পাঁচ ট ঙ্কা দেখ গিয়ে ঘরের ভিতরে।" সব শুনে ব্রাহ্মণ ঘরে দেখতে যান। সরাসরি কুলুঙ্গি খুলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। জায়গা মতো পাঁচ টঙ্কা রাখা আছে। তার বুঝতে আর বাকি থাকে না ও কার কাজ। কাঁদতে কাঁদতে বনিকের পায়ে ধরেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর। শাঁখারি বললেন ..."ঠাকুর। ছাড়ো মোর পা। দ্বিজ আপনি, আপনারে কি সাজে এ কাজ। কে শঙ্খ পরল মোর নিকট?.... দ্বিজবর। সত্য বলুন।" ব্রাহ্মণ বলেন ...." ওরে বনিক কি বলব আর। তোর বংশের শতেক পুরুষ হল উদ্ধার। কি সৌভাগ্য তোর। যুগের যোগাদ্যা মাকে পরালি শাঁখা।" আনন্দশ্রুর প্লাবন তখন ব্রাহ্মণের দু'চোখে। তিনি শাঁখারিকে বললেন, " এতকাল ধরে নিষ্ঠা ভরে মন্দিরে পূজা করে চলেছে, অথচ মা কভু দেখা না দিল আমারে। ভাগ্যবান শাঁখারি তুই। অজান্তেই মায়ের স্পর্শ লাভ করেছিল।" ব্রাহ্মণের কথায় শিহরিত হয়ে চক্ষু মুদিল বনিক শাঁখারি। আকুল হয়ে দেবীর দেখা পেতে বয়সের ভারে নুয়ে ব্রাহ্মণ শাঁখারির সঙ্গে প্রাণপণে দৌড়ে গেলেন ধামাচ দীঘির ঘাটে।

অন্ধকার বারিতেই ধামাচ পুষ্করিণী ও আশেপাশের বাঁশবন থেকে এক প্রকার ধুম উত্থিত হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র দীঘি যেন কুজ্ঝটিকা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলেছে। অতি ঘোর অন্ধকারে প্রায় কিছুই ঠাহর হয় না। গ্রামের শেষ প্রান্তে দিগন্ত বিস্তৃত মেঘরাশি হঠাৎ গুরুগম্ভীর শব্দ পরিব্যাপ্ত করে নিকষ কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করল। কালবৈশাখী আসছে। কিন্তু দীঘির বারিরাশি আজি অতিশয় শান্ত। অন্ধকারাচ্ছন্ন জলরাশি তার উদরে কোন গুহ্য ইতিহাস কিংবদন্তি লুকিয়ে রেখেছে, তা কে বলবে? দুজনেই দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালেন। চারদিকে কেউ নাই। নিকষ কালো বারিমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অশ্রু মুখে ভূলুণ্ঠিত প্রণিপাত নিবেদন করলেন এবং মা....মা.... বলে চারিদিক মুখরিত করে বললেন ...." কৃপা করি দরশন দাও ভাগবতী। যদি দরশন মাগো না দাও আমারে,ব্রহ্মহত্যার দায় আমি তোমার উপরে দিব।"....... তখন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। এমন সময় জল থেকে শাঁখা পরা দুই হাত ব্রাহ্মণের

মাথায় স্পর্শ করল। মাথা তুলে দেখলেন, সেই শাঁখা পরা দুই হাত ধীরে ধীরে জলমধ্যে প্রবেশ করছে। তাপিত চিত্তে দুজনেই ভিজিতে ভিজিতে একদৃষ্টে পুষ্করিণীর দিকে চেয়ে থাকলো, কিন্তু তারা লক্ষ্য করল না, দীঘির কিনারে দুখান চরণ চিহ্ন। কোমল নিটোল সমুধুর পাদপদ্ম দু-খান..... যেন জলে স্নাত মৃত্তিকার উপর সদ্য অঙ্কিত।

আসবে না

পায়েল সূত্রধর, বি.এড, ১ম সেমিস্টার

আঘাতটা আমার ঠিক আসে না।
হোঁচট গুলি আর বাধা দেয় না,
আসে না মেঘ, ঝড়
বৃষ্টিও ঠিক নামে না।
তবে পছন্দগুলি আর ভাবায় না।
গল্পগুলিও খাতায় লেখা হয় না।
সেই সন্ধ্যা, সেই স্ট্রিট লাইট;
সেই ফুটপাত।
শিউরে ওঠা মিষ্টি বাতাস,
আর সেই বাতাসে কৃষ্ণচূড়ার
পাঁপড়ি ঝরার মুহূর্ত;
কিছুই আসে না।
তোমার আঙ্গুলে আঙ্গুল রাখা
তোমার চোখে পড়া দু-চারটি চুল
আসে না, আসবেও না।
হয়তো আমার কবিতার শেষে
তুমিও আসবে না।

শারদীয়া

সাগরিকা সাহা, বি.এড, ১ম সেমিস্টার

শিউলি ফুলের গন্ধ দিকে দিকে,
মা এসেছে তাই খুশির জোয়ার চারিদিকে।
একটি বছর কেটে যায় মায়ের আগমনে,
তাইতো সবার মনে আনন্দ এই ভরা আশ্বিনে।
ভুবন সেজে উঠেছে আলোক সজ্জায়।
খুশির আমেজ পৌঁচেছে সবার দরজায়।
আশ্বিনের প্রাতে; শিশিরে মাখা শিউলি,
সেই ফুলেতে দেয় সবহি তোমার অঞ্জলি।
নতুন পোশাক পরে সবাই, দেখি মাগো তোমায়।
দেখো মাগো গরীব দু:খী কেউ যেন বাদ না যায়।
মিলবে সবাই দেখবে তোমায় মন প্রাণ ভরে।
মা দুর্গা তুমি আছ সবার হৃদয় জুড়ে।
মাঠ ঘাট চারিদিকে শুধুই কাশবন,
আনন্দে কাটুক পুজো চাই সবার মন।
আহ্লাদে ভরে দিও মাগো পুজোর প্রতিটি দিন।
বিষাদে ভরে উঠুক ভুবন আবার বিসর্জনের দিন

দেবী বন্দনা

নিভা তেলেঙ্গা, ডি.এল.এড, ১ম বর্ষ

বিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী দেবী তুমি সরস্বতী,
প্রণাম জানাই আমি, মাতা তব প্রতি।
শ্বেতাম্বরা তুমি মাগো তুমি বীণাপাণি,
শ্বেত পদ্মাসনা দেবী বিদ্যা প্রদায়িনী।
হংসযুক্ত রথ পরে হাতে বীণা ধরা,
শুভ্রাম্বরা তুমি শ্বেত আভরনে ভরা।

কবিমালা

প্রিয়াশী দেবনাথ, ডি.এল.এড, ১ম বর্ষ

নাম না জানা সেই ঋতুতে
সেই আমি মজছি।
শব্দ নিয়ে খুঁজতে তোমায়
বহু ক্ষনপ্রভা পেয়েছি।
হৃদয়ের গভীরতায়
আরো যেতে চেয়েছি।
তাই তো আমি নীল যমুনার
মাঝি হতে চেয়েছি।
এই আবেগের তীর্থে
জোয়ারের ঢেউ দিচ্ছে।
ফুলবাগানে যেতে আমায়
কল্পনা শুধু ঘিরছে।
জোনাকির আলোতে
কত রাত কাটালাম।
কিছু না লিখে তোমায় আমি
কবি হয়ে গেলাম।

শিক্ষা ও শিক্ষাগুরু

রাখী রানী দাস, বি.এড, ১ম সেমিস্টার

মায়ের কোলে জন্ম নিয়ে দেখেছি পৃথিবীর আলো,
তারই স্নেহে বড়ো হয়ে দেশকে বেসেছি ভালো।
মায়ের পর জীবনে শিক্ষকেরই মান,
জীবনের পথে চলার মাঝে তাঁদের অনন্য অবদান।
শিক্ষা মোদের মনের শক্তি
কলম মোদের হাতিয়ার
মোদের মনে শিক্ষার আলো
শিক্ষকের দ্বারা তৈয়ার।
শিক্ষার আলো পেয়ে মোরা
হয়েছি বড় ভাগ্যবান,
শিক্ষার মশাল যুগ যুগান্তর
হয়ে রবে দীপ্যমান।
শিক্ষার আলো প্রথম জ্বালেন জীবনে শিক্ষাগুরু
তার শিক্ষায় বড় হয়ে জীবন যে হয় শুরু।
আঁধার হতে আলার দিশায় পথটি দেখান তিনি
তাঁরই কাছে সারাজীবন থাকবো মোরা ঋণী।

বিজ্ঞান বিভাগ

স্নিগ্ধা ভৌমিক, বি.এড, ১ম সেমিস্টার

ভোর বেলাতে উঠে করতো রান্না মা
হঠাৎ বাবা চেঁচিয়ে বললো,
কিরে উঠলি না ?
বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা এতই কি সহজ কথা ?
টাঁকাটা না, জলে যায় করবি নত মাথা
কতই যে স্বপ্ন নিয়ে করছি বড়ো তোকে
রাজার মতো চলছিস আর থাকছিস দুধে ভাতে
বড় দিদির স্বপ্ন ছিলো হবো আমি ডাক্তার
মেজো দিদির ইচ্ছে আবার হবে ইঞ্জিনিয়ার
দাদা আমার ছুটছে সেই কামেসীর দিকে
ছোট দিদির ইচ্ছে আবার ল্যাবরেটরিতে
সবার স্বপ্ন সবার আশা শুনি চারিদিকে
তাই তো আমি পড়ছি আজ বিজ্ঞান বিভাগে।

যাত্রী

রিয়েল দাস, ডি.এল. এড, ১ম সেমিস্টার

খেয়া ঘাটে ভিড়ছে তরী-
পার হবি কে আয়।
খেয়ার মাঝি ডাকছে তোকে-
আজ এই অবেলায়।
দিবস এখন বিদায় নিল,
সন্ধ্যা এল বলে।
খেয়ার ঘাটে ভিড় লেগেছে
যাত্রী দলে দলে।
আঁধার যদি নেমে আসে,-
পথ পাবি না খুঁজে।
থাকতে আলো পার হরে যা
থাকিস না চোখ বুঁজে।

শ্রেণীকক্ষের একাল সেকাল

সুস্মিতা বনিক, বি.এড, ৩য় সেমিষ্টার

আগে যখন দিদিমনি ঢুকতেন ক্লাসে,
নমস্কার দিদিমণি বলতাম হেসে,
এখন দিদিমণি হয়ে গেছে মেম
গুড মর্নিং বলতে হয়, হোয়েন সি কেইম।
আগে যখন পড়াশুনায় হত কোনো ঘাটতি
বেতের বাড়ি, বকা-ঝকা, মিলত মুখ ঝামটি।
এখনকার মেমরা সব ফ্রি এন্ড ফ্রেন্ডলি,
কত ইংরেজী শব্দ, বলতে হয় হাইলি।
'আপনি' কথাটা ছিল সম্মানের ভাষা,
এখন বদলেছে যুগ, 'তুমি টাই খাসা।
আগেকার অধ্যায়নে আগ্রহ ছিল বেশ,
এখনকার পড়াশুনা লোক দেখানোয় শেষ।
শ্রদ্ধা ভালোবাসা তখন ছিল সব,
এখন তো হাই, হ্যালো, রেসপেক্ট শুধু রব।
এখনও ঐ শিক্ষকদের পড়ে কত মনে
প্রানাম জানাই আমি তাদের চরণে।

হঠাৎ বৃষ্টি

অপাংশু দাস, বি.এড, ১ম সেমিষ্টার

আকাশের মাঝে স্তুপাকৃতি সাদা মেঘগুলি,
হঠাৎ যেন বৃষ্টি রূপে ধরিত্রীর বুকে ধেয়ে আসে।
চারিদিকে পশু-পাখিদের বিভিন্ন কোলাহল
কারোর চোখে আনন্দ, কারো চোখে জল।
এই বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় যখন ধেয়ে আসে চারিদিক,
নষ্ট হয় সকল কৃত্তিম পরিবেশের জন জীবন।
উঁচু নীচু সব টিলাভূমি ভেঙ্গে হয় সব জলতর,
চারিদিকে জীবজন্তুদের সর্বোহারা প্রাণতল।
মেঘ ভেঙ্গে ধেয়ে আসে যখন একত্রে বৃষ্টি কনা
চারিদিক যেন স্তব্ধ মানুষ এবং পশুপাখিদের আনাগোনা।
বন্যারূপ নিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়,
শহর এবং গ্রাম এর চারিদিক জলতল।

বন্ধুত্ব

রিমি সেন, বি.এড, ৩য় সেমিষ্টার

বন্ধুত্ব মানে মিথ্যা কথা বলে মন ভুলানো নয়,
সত্যি কথা বলে সাহস জোগানো।
বন্ধুত্ব মানে সময়ের সাথে পাল্টে যাওয়া নয়,
সময়কে পাল্টা জবাব দেওয়া।
বন্ধুত্ব মানে শুধু সুখের সময় পাশে থাকা নয়,
দুঃসময়ে পাশে থাকার নাম বন্ধুত্ব।
বন্ধুত্ব মানে কোনো কিছু ভুল দেখে সরে যাওয়া নয়,
ভুলগুলিকে শুধরে দিয়ে ভালোবাসার নাম বন্ধুত্ব।
আজকের বেপরোয়া ব্যস্ত জীবনকে পরোয়া না করে
কেমন আছিস জানতে চাওয়ার নাম বন্ধুত্ব।
বন্ধুত্ব মানে কাছে থাকা নয়,
সুখ দুঃখের সময় পাশে থাকার নাম বন্ধুত্ব।
বন্ধুত্ব মানে শুধু ফটোশুটের আলোর ফটো তোলা নয়।
একাকীত্বের অন্ধকারে কাঁধে হাত রাখার নাম বন্ধুত্ব।

শিক্ষক

অঙ্কিতা চক্রবর্তী, বি.এড , ১ম সেমিষ্টার

মানব জাতি দিয়েছে শিক্ষকের সম্মান
পিতা মাতার পরে তার স্থান,
মায়ের কোলে শিক্ষা সাধন
শিক্ষা গুরুর প্রতি মর্যাদার গাঁথন।
অজ্ঞ মুর্খের অন্তরে সাদা
দিয়েছে শিক্ষার দীপ্ত আলো।
ক্ষয়িষ্ণু, ব্যথিত ভগ্ন হৃদয়
তোমার পরশে হয় ভালো।
হে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
তুমি যে এক শীতল পবন,
যা দিয়ে অজস্র শিক্ষার্থীর
অস্থিরতা হয়েছে দমন।
হে মোর প্রিয় শিক্ষক
দিয়েছ এগিয়ে চলার প্রেরণা
যা সঞ্চার করেছে মোর জীবনে
নব চেতনা আর উদ্দীপনা।

CAFFE AND EXERCISE

THE OVERLAPPING BONANZA FOR MODERN LIVING

Adrita Paul, B.Ed 1st Sem

coffee is a widely consumed beverage all over the world in various forms. It is prepared from ground roasted coffee beans, and contains caffeine which is responsible for the rejuvenating effects of this dark coloured beverage. Caffeine is a stimulant that provides a boost to the central nervous system and can change the way you feel that is why coffee is widely used by people to help themselves wake up in the morning, relieve tiredness and improve focus.

Apart from caffeine, coffee also contains a mix of antioxidants including polyphenols and minerals like magnesium and chromium. These ingredients can improve the insulin, sensitivity of your body and may be very effective in reduction the high blood sugar levels associated with type-2 diabetes. some studies have however indicated that this benefit may be only short term, while in the long run, caffein may increases sugar levels in blood. Is there no way to convert these short term benefits to long term ones? A study published by Columbia medical tested people with Type-2 diabetes, and it was found that participants who consumed coffee and performed 40 minutes of low intensity exercise had a significant lowering of their blood sugar level compared to other groups.

what does this mean for us?

Drink coffee in moderation, skip the sugar and exercise regularly to keep diabetes away. If we take caffeine daily without practicing any moderate exercise, it leads to disrupt the glucose metabolism. It induces lipolysis and hepatic glucose formation at a rate higher than the glucose uptake into hepato cytes, leading to an increase in blood glucose levels. So, coffee intake and exercise are both essential overlapping components of modern living.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

Snigdha Bhowmik, D.El. Ed 1st Year

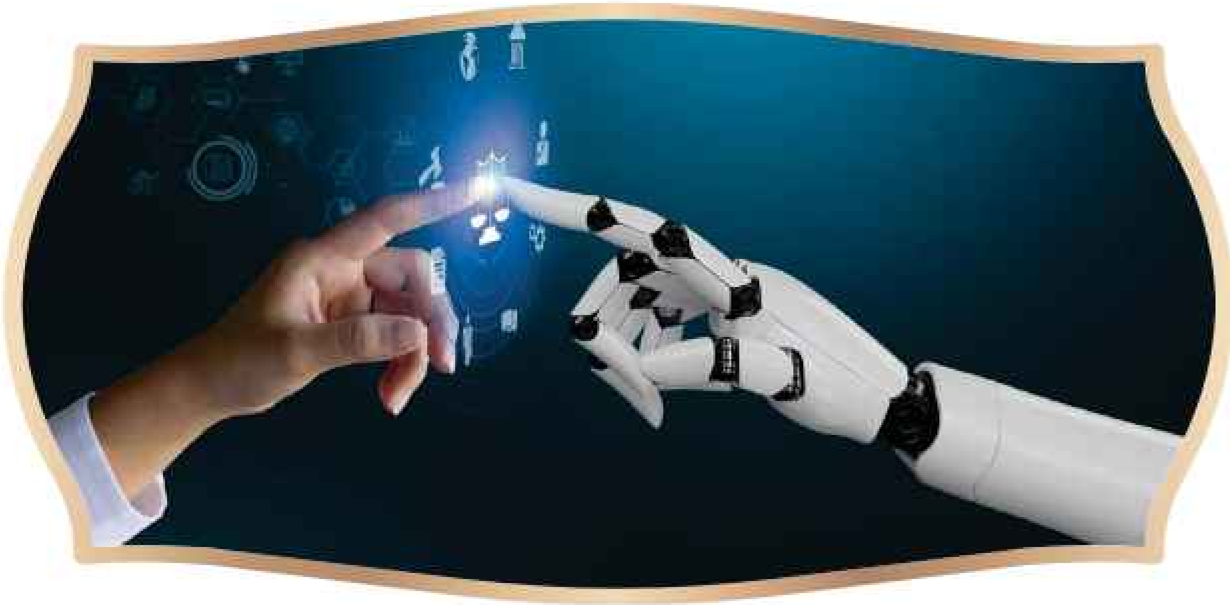

Artificial intelligence is nothing but the creation of human. it is a programme that can think like human mimic human behaviour, solving problem and much more

Artificial intelligence have the ability to recognize and take action to achieve it's goal given by its instructor it also have the ability to identify its intelligence given by whole means its master.

One of the branch of computer science is AI. Google assistant, siri, etc are the form of AI. Scientist are trying to make system or a machine that have the decision making ability so it can replace human partially in war field to reduce death. But it has its own limitations.

We can catagorise AI as-

1) Week AI 2) Strong AI

1) week AI :- It design in such manner that can perform a goal given by its instructor, answer our question But it cannot work without human interaction eg-Google assistant.

2) Strong AI :- It design in a particular way to match the human intelligence. It can solve task without human interaction. eg- Electric vehicle (EV) or the car have the ability to self drive using its programming, navigation etc. In various sector we can see AI like health care, education, law manufacturing etc. and they are improving its current situation through AI.

Though AI is so effective, there are still many concern regarding it . If there any kind of accident happens, who is going to be responsible for it? Hackers are also a big problems and one of the most common problem of AI is ethical. Can AI Ever going to be understand or replicate human emotion?

NEVER GIVE UP

Samprita Biswas, D.El. Ed 1st Year

Long time ago, there lived a boy named Rahul in a village. He used to be happy with his family. But his happiness could not last for long. Rahul and his fellow villagers faced a Severe drought. They desperately waited for rain, but they were not lucky enough. All the crops, lands and even trees dried up. The cattle started dying. As there was no rain, the stream was drying up slowly. On night, during a village meet, Rahul said, "Friends, we all have heard tales from our grandparents about an underground river & flowing through our village, why don't we dig and see?" All the villagers agreed and started digging. They dug for some days but gave up soon. However, Rahul kept on digging. When people insisted him to give up, he said,

"God is helping and guiding my way". One day, when he had dug deep enough, Rahul saw water. His attitude of not giving up saved the whole village. "Never give up so easily" Rahul advised all the villagers. Now, they are never short of water, and whenever any problem arises, all the villagers come up together and find a solution.

"SELF HELP"

Snigdha Debnath, D.El.Ed. 1st Year

'Self help' means doing our works by our selves. Self help is the best help. We know that, God helps those who help themselves. The benifits of self help are many, it makes a man self sufficient. It gives a man self confidence. It gives him/her the will-power to fight any situation in life; if he or she lives a luxurious life, he or she will be unable to face life's challenges. Thus the habit of self help should be developed early in life so that he or she does not fail in his or her career. First and foremost, we must respect ourselves and have faith in ourselves that we will be able to complete our tasks by ourselves. Sometimes we may face some problems, but we should keep our patiance and do our works properly. We should not constantly be dependent on others. Dependent individuals are bound to fail in life. So, in order to better our life we must concentrate our strength. We may therefore draw the conclusion that self help is the key to success in life.

AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

Souramita Sarkar, B.Ed. 1st Sem

"The more difficult the victory the greater the happiness in winning." These lines indicate the joy which we got after getting something difficult. "Azadi ka Amrit Mahotsav" is a grand celebration that indicates that our nation has completed 75 Years of her independence.

The "mahotsav" was officially inaugurated by our Prime Minister Narendra Modi on 12th march, 2021. The date 12th march was chosen because Mahatma Gandhi started the historical Dandi March on the same day in 1930.

We have got independence after tireless efforts by our great patriotic leaders like Jawaharlal Nehru, Gandhi ji, Bhagat Singh and Subhash Chandra Bose etc. Today we all are commemorationg all the historical events such as the freedom struggle of 1857, Mahatma Gandhi's "Satyagraha", Lokmanya Tilak's "Purna Swaraj" and "Delhi March" under the leadership of Netaji Subhas Chandra Bose. The official journey of 'Azadi Ka Amrit Mahotsav" started on 12th march 2021 which started a 75th anniversary of independence, and it will end next year on 15th August 2023. Our hon'ble Prime Minister Narendra Modi also launched "Har Ghar Tiranga" campaign on this occasion all citizens of the country hoisted tricolor on their house and being proud on being a part of this "Azadi Ka Amrit Mahotsav" campaign.

The "Azadi Ka Amrit Mahotsav" is an intersive, countrywide campaign that focuses on citizen, participation, to be converted into a 'Janandolan', where small changes at. the local level, will add up to significant national gains. One fo the main motives of the Amrit Mahotsav is that every citizen of India should know about all the untold incidents of the freedom struggle. The Mahatsav will be celebrated as a Jan-utsav in the spirit of Jan Bhagidari. Various exhibitions are also held in different parts of the country to depict the contribution and sacrifice of our freedom fighters like Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Sardar Vallabhbhai Patel, Bipin Chandra Pal etc.

The Azadi ka Amrit Mahotsav is a government initiative to commemorate the 75th or diamond jubilee Year of Indian Independence Day, where the festivities will continue for 75 weeks until 15th August 2023, which is a year from now. This is a great approach to instill a sense of love, respect, pride, and responsibility towards the nation in Indian citizens, kids and adults alike. It is an important step to revive the culture and history of Indian Independence and other aspects as well. People are urged to take an active part in this campaign turned mass movement to do their part.

A TEACHER FOR ALL SEASONS

Snigdha Bhowmik, D.El. Ed 1st Year

A teacher is like spring,
Who nurtures new green sprouts,
Encourages and leads them,
Whenver they have doubts.
A teacher is like summer,
Whose sunny temperament
Makes studying a pleasure,
Preventing discontent.
A teacher is like fall,
With methods crisp & clear,
Lessons of bright colours
And a happy atmosphere.
A teacher is like winter,
While it's snowing hard outside,
Keeping students comfortable,
As a warm and helpful guide.
Teachers you know the things.
With a pleasant attitude;
You're for all seasons.
And acecpt my gratitude!!!

WATER DROP LENS

Subham Debnath, B.Ed, 2nd Sem

Physicist and inventor, Bruns Berge, has create a liquid Optical Lens.

Using a process known as electro wetting a water drop is deposited on a metal substrate and covered by a thin insulating layer. when a voltage is applied to the metal, it modifies the angle of the liquid drop.

The liquid lens is composed fo two liquids, water and oil one of which is a conductor and the other an insulator. A variation in the voltage causes a change to the curvature of the liquid to liquid interface, which changes the focul length of the lens.

The use of liquids allows for low-cost construction. There are no moving parts and electrical consumption is extremly low. The lens has a large inverse focal length range, quick response, high optical quality and can operate in a wide temperature range..

8TH EDITION ART GALLERY

Dwipsikha Mandala

Dwipsikha Saha

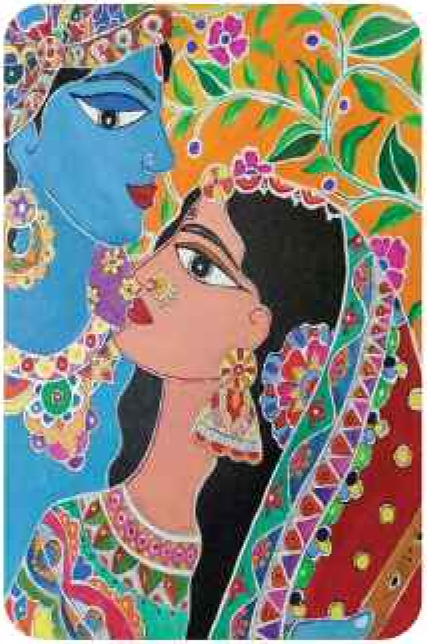

Susmita Das

Debapriya Deb

Debapriya Deb

Sneha Sengupta

UDAYAN

8TH EDITION ART GALLERY

Susmita Das

Jayshree Das

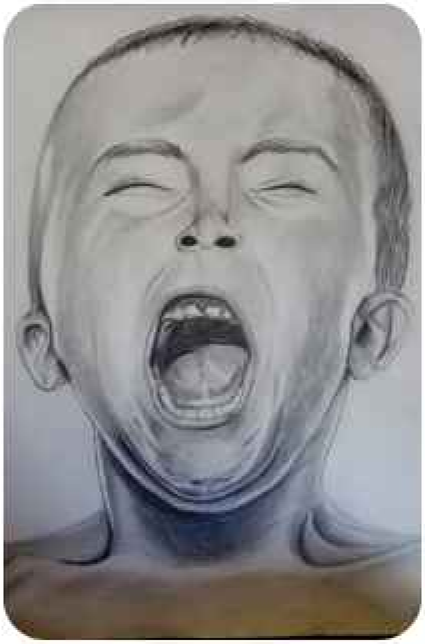

Manidipa Malla

Manidipa Malla

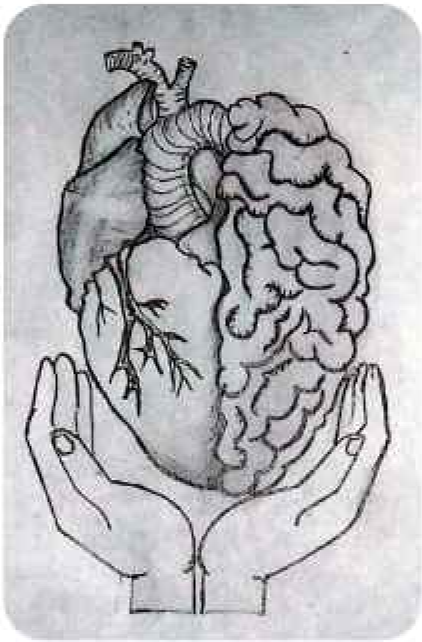

Manidipa Malla

Manidipa Malla

8TH EDITION ART GALLERY

Jayshree Das

Jayshree Das

Jayshree Das

Dwipsikha Saha

Debapriya Deb

Sneha Sengupta